

ফের প্রত্যাঘাত, পাকিস্তানের ৪টি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালালো ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পাকিস্তানকে আবারও যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিল ভারত। পাকিস্তানের অন্তত ৪টি বিমানঘাাঁটিতে ভারত হামলা চালিয়েছে, এমনটাই জানা গিয়েছে। শুক্রবার রাতে ২৬টি স্থানে আক্রমণ চালিয়েছে পাকিস্তান। এরপর ভারতও পাল্টা পদক্ষেপ নিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অনেক স্থানে মারোমধ্যে গোলাগুলি চলছে।শ্রীনগর এবং সংলগ্ন এলাকায় পাকিস্তানের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ চলছে। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি অঞ্চলে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ফলে বাড়ি-ঘর ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। উধমপুরের ডিভার এলাকা থেকে বিকট বিস্ফোরণের পর খোঁয়া উঠতে দেখা গিয়েছে। এয়ার সাইরেনে বাজানো হয়েছে। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের ড্রেন হামলা ও অন্যান্য অস্ত্রসশস্ত্রের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত রয়েছে। শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ অমৃতসরের খাসা ক্যান্টনমেন্টের উপর দিয়ে একাধিক সশস্ত্র ড্রেন উড়তে দেখা গিয়েছে। যদিও, ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ইউ নিউ গুলি তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুপক্ষের ড্রেনগুলিকেধ্বংস করে দে়ে।

দেশকে সশস্ত্র বাহিনীর পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে ঃএ কে অ্যান্টনি



তিরুবনন্তপুরম, ১০ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার অবহেে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রা্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্ট নি। তাঁর মতে, এখন সময়ের দাবি হল, সমগ্র দেশ, সমগ্র ভারত, রাজনীতি, ধর্ম এবং জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে, দেশকে সশস্ত্র বাহিনীর পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।শনিবার তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কে অ্যান্ট নি বলেছেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী লীরব্রের সঙ্গে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং এমনকি নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার বিনিময়েও তারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য লড়াই করছে। সময়ের দাবি হল, সমগ্র দেশ, সমগ্র ভারত, রাজনীতি, ধর্ম এবং জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে দেশকে সশস্ত্র বাহিনীর পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। যত্নর বেরলের বিষয়, সরকার এবং কেরলের সমাজকে অবশ্যই সেনা সদস্যদের পরিবারের পাশে থাকতে হবে।

ঝাঁসিতে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু, পাশে থাকার আশ্রাস বিধায়কের

ঝাঁসি, ১০ মেঃ উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি জেলাতে বজ্রপাতে মৃত এক যুবক। জানা গিয়েছে, জৌরা গ্রামে শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিষেক শ্রীবাস (২২) গৃহপালিত পশু নিয়ে মাঠ থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় আকস্মিক বজ্রপাতে হলে সে তাতে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান বিধায়ক জওহরলাল রাজপুত। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সাহায্য দিলে সমস্ত রকম সহায়তার আশ্রাস দেন।আর্থিক সহায়তা দ্রুত পরিবারকে প্রদান করা হবে।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটিনায় নিহত ৩ জন

বিজনৌর, ১০মে : উত্তর প্রদেশের বিজনৌর জেলাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটিনায় প্রাণ হারালেন ৩ বাঁকে আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার নহটোর থানার অন্তর্গত এলাকায়। জানা গেছে, একটি গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে বাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের।পুলিশ প্রায় ৩ জন বাসিন্দা দুর্ঘ সাহেব (৬০), শাহিদ (৫০) ও নূর আলম (২৬) বাঁকে কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই পেশায় শ্রমিক ছিলেন। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

পাকিস্তানের সমস্ত দাবি ভুয়ো বললেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি

নয়াদিল্লি, ১০ মে : পাকিস্তানের সমস্ত দাবিকে ভুয়ো ও মিথ্যে বললেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। ভারতের বেশ কয়েকটি বায়ুসেনা ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তান, সাইবার হামলা চালানো হয়েছে ভারতের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোয়, এমনই দাবি করেছে পাকিস্তান। এই দাবিগুলি ভুয়ো বলে জানানালেন বিদেশসচিব। আফ গানিস্তানে ভারতের মিসাইল পড়েছে বলে যে খবর ছড়াচ্ছে, তা-ও মিথ্যা বলে জানান তিনি। বিক্রম মিশ্রি বলেন, ‘ দেশ আফগানিস্তানে বার বার হামলা চালিয়ে এসেছে, তা



আশা করি সেখানকার মানুষকে মনে

করিয়ে দিতে হবে না।’বিদেশ সচিব

‘ভারত-পাক যুদ্ধে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করবে না’ – মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

নয়াদিল্লি,১০ মেঃ ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধে আমেরিকার কি ভূমিকা – তার দিকে তাকিয়ে বিপ্লু ভূমিকা- এই পরিস্থিতিতেই মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করলো তাঁদের অবস্থান। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে সরাসরি কোনও হস্তক্ষেপ করবে না আমেরিকা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এমনটাই জানিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এটা আমেরিকার কোনও বিষয় নয়। জেডি আরও বলেছেন, আমরা যেটা করতে পারি সেটা হল ওদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে চেষ্টা করা। কিন্তু এমন সংঘাতে জড়াব না যা আমাদের বিষয় নয়। এর সঙ্গে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার



কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা ভারতকে বলতে পারি না অস্ত্র নামিয়ে রাখতে। পাকিস্তানকেও বলতে পারি না। সুতরাং কূটনৈতিক

স্তরে বিষয়টুকুই আমরা দেখতে পারি। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, এই সংঘাত কোনও বড় আঞ্চলিক যুদ্ধের আকার নেবে না। পরমাণু যুদ্ধের

রাতের পর সকালে ফের মোদী-দোভাল বৈঠক

নয়াদিল্লি,১০মেঃএই মুহূর্তে ভারত-পাক যুদ্ধের যে উন্মানা তাতে আশঙ্কিত সমস্ত দেশবাসী। ইতিমধ্যে খবরে প্রকাশ, এডিন্‌সনাল ডিস্টিঙ্ক ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের মৃত্যু হয়েছে পাক হামলায়। নাম রাজকুমার থাপা। ফিরোজপুর, জলন্ধরে অনেক ক্ষতি হয়েছে। পাকিস্তান যে ভারতের বায়ুসেনাঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করেছে, তা ভুল। ছবি দেখিয়ে উল্লেখ করল সেনাবাহিনী। সিরসা, উধমপুর সহ সব ঘাঁটিই অক্ষত আছে। পাকিস্তান বারবার মিথ্যা কথা বলছে বলে উল্লেখ করলেন বিদেশ সচিব। অবন্তীপুরা, শ্রীনগর, উধমপুরে বায়ুসেনা



চিকিৎসা কেন্দ্র ও স্কুলকে নিশানা করেছে। আবারও সাধারণ মানুষের হামলা পাকিস্তানের। দ্রুত জবাব



দিয়েছে ভারত। পাকিস্তান যে হামলা করেছে, তারই জবাব দিচ্ছে ভারত।সাংবাদিক সম্মেলনে

ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে একটু বেশি নাক গলাচ্ছে চিন

নয়াদিল্লি,১০মেঃভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা এখন চরমে। পাকিস্তান বার বার নিয়ন্ত্রণরেখা ও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে। ভারত তার উত্তর দিয়েছে। এরমধ্যে হঠাৎ চিনের মাথা গলানো উচিত নয় বলেই সকলে মনে করছে। সেনা সূত্র অনুযায়ী, নিয়ন্ত্রণরেখায় পাক আক্রমণ রুখে দিয়েছে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। ধ্বংস অন্তত ৫০টি পাক ড্রেন। এই পরিস্থিতিতে চিনা শুক্রবার ফের বার্তা দিয়েছে আজ। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লি জিয়ান বলেন, ভারত-পাক উত্তেজনায়ে উদ্ভিগ্ন বেজিং। ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই চিররেও প্রতিবেশী। যে কোনও ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমরা। কিন্তু আমরা চাই দু’দেশের মধ্যে শান্তি ফিরুক। আমরা স্থিতিবস্থা বজায় রাখার আর্জি জানাচ্ছি। দুই দেশেই উচিত আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রসংঘের সনদ মেনে চলা। পাকিস্তানের সন্দে চিত্রের দহরম মহরম বহুদিনের। ‘ বেল্ড অ্যান্ড রোড’ প্রকল্পের ‘ ফাদে ফেলে ইসলামাবাদের উপর প্রভাব বিস্তারের



চেষ্টা চালাচ্ছে বেজিং। এদিকে এই যুদ্ধে চিনের মিসাইল কোনো কাজ করে নি পাকিস্তানের। সেই কারণে চিন অনেকটাই চিন্তিত। পহেলাগাঁও হামলার বদলা নিতে গত ৬ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জমিঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানেন ভারতের অপারেশন সিঁদুর। সেই সময় দু ঃখ প্রকাশ করে বেজিংকে বলতে শোনা যায়, ‘ এই সামরিক অভিযানে আমরা দু ঃখিত। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা খুবই উদ্ভিগ্ন। চিনের অবস্থান সব সময় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আমরা ভারত-পাকিস্তান দু ঃপক্ষকেই অনুরোধ করব শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য। এমন কোনও পদক্ষেপ করবেন না যাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।’ স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে কেন চিন অকারণে এর মধ্যে নাক গলাচ্ছে!

আজ,১১ মে সকাল আটটা থেকে করিমগঞ্জ কলেজে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা

শ্রীভূমি (অসম), ১০ মে : গত ২ মে শ্রীভূমি জেলায় অনুষ্ঠিত ত্রিভুত্তীয় প্রথম দফার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা আজ, ১১ মে, রবিবার। সকাল ৮-টা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা।জেলার উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভার এলাকাধীন আটটি জেলা পরিষদ আসন এবং আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের ভোট গণনা করিমগঞ্জ কলেজে আটটি গণনা কক্ষের প্রতিবেদ ১০টি টেবিলে করা হবে। এর মধ্যে ১ নম্বর মাইজগ্রাম সুপ্রাকান্দি জেলা পরিষদ আসনের ভোট গণনা ৬ রাউন্ডে হবে ১ নম্বর কক্ষে।পাশাপাশি, ২ নম্বর রাজাটিলা উমরপুর জেলা পরিষদ আসনের ৫ রাউন্ডে গণনা হবে ৬ নম্বর কক্ষে। ৩ নম্বর শ্রীগৌরী জেলা পরিষদ আসনের ভোট গণনা পাঁচ রাউন্ডে হবে ৮ নম্বর কক্ষে। ৪ নম্বর শ্রীমন্ত কানিশাইল বাশাইল জেলা পরিষদ আসনের গণনা পাঁচ রাউন্ডে হবে ৮ নম্বর কক্ষে। ৫ নম্বর কালিগঞ্জ জেলা পরিষদের গণনা ১৩ রাউন্ডে হবে ৭ নম্বর কক্ষে।এভাবে ১৪ নম্বর লক্ষীবাজার জেলা পরিষদের গণনা

আট রাউন্ডে হবে ৪ নম্বর কক্ষে। ১৫ নম্বর নিলামবাজার জেলা পরিষদের গণনা চার রাউন্ডে হবে ৫ নম্বর কক্ষে এবং ১৬ নম্বর টিলাবাড়ি বান্দরকোণা জেলা পরিষদ আসনের গণনা আট রাউন্ডে হবে ৩ নম্বর কক্ষে।এক বিজ্ঞপ্তি যোগে জেলাশাসক এ তথ্য দিয়ে জানান, জেলা পরিষদ সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে জেলা পরিষদ সদস্য ও আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য পদের প্রার্থীরা কাউন্টিং এজেন্টদের অবগতির জন্য জানানো হয়েছে, গণনা কক্ষে প্রতিটি গণনা টেবিলের জন্য শুধু একজন কাউন্টিং এজেন্ট কে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জেলা পরিষদ সদস্য পদের জন্য দুই শিফট দুজন কাউন্টিং এজেন্ট থাকতে পারবেন। তবে গণনার সময় এক টেবিলে শুধু একজন কাউন্টিং এজেন্ট ই থাকতে পারবেন।এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পদের জন্য ভোট গণনা একটি টেবিলে করা হবে এবং এক

রাউন্ডেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। গণনার সময় প্রার্থীকে নিজে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন জেলাশাসক। তবে কোনও কারণে যদি প্রার্থী শরীরে উপস্থিত থাকতে না পারেন সেক্ষেত্রে প্রার্থীর অনুমোদিত ব্যক্তি প্রার্থীর আইডেন্টিটি কার্ডের মূল কপি ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া কতপে পারবেন তার মধ্যে রয়েছেন গণনায় নিয়োজিত কর্মী, কর্তব্যরত আধিকারিক ও কর্মী এবং অনুমোদিত কাউন্টিং এজেন্ট তথা উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে প্রার্থী ও তাঁদের ইলেকশন এজেন্ট। যদি কোনও প্রার্থী বা তাঁর এজেন্টকে গণনা কক্ষের ভেতরে খারাপ ব্যবহার বা হট্টগোল করতে পাওয়া যায় তবে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহতিা ও অসম পঞ্চায়েত আইন ১৯৯৪-এর অধীনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।প্রতিটি গণনা কক্ষ সিটিটিভি-র তদারকি কিতা রাখা থাকবে এবং সব রকমের গতিবিধি রেকর্ড করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিযোগে জানিয়েছেন জেলাশাসক দপ্তর।

বিক্রম মিশ্রি বলেন, আমার সহকর্মীরা যেমনটি উল্লেখ করেছেন, তারা (পাকিস্তান) বিভিন্ন স্থান, সামরিক ঘাঁটি এবং যোগাণ-সুবিধা আক্রমণ এবং ধ্বংস করার যে দাবি করেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সিরসার বিমান ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা, সুরতগড় বিমান ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ার দাবিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন একটি দাবি করা হচ্ছে যে আধামপুরের এস-৪০০ ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে আবারও, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। খবর সূত্র জানা গেছে এই ঘটনাটি

পাকিস্তানি সেনা পশ্চিম সীমান্তে ক্রমাগত আক্রমণ করছেঃসোফিয়া কুরেশি



নয়াদিল্লি, ১০ মে :পাকিস্তানি সেনা পশ্চিম সীমান্তে ক্রমাগত আক্রমণ করছে, ভারতের সামরিক ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ করার জন্য ড্রেন, দূরপাল্লার অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং যুদ্ধবিমান ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। শনিবার বিদেশ মন্ত্রক, সেনার সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানানলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি। তিনি বলেছেন, ভারত অনেক বিপদ মোকাবিলা করেছে, কিন্তু পাকিস্তান ২৬টিরও বেশি স্থানে বিমানের মাধ্যমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছে এবং তারা উধমপুর, ভূজ, পাঠানকোট, ভাতিভায় বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে আমাদের সরঞ্জাম এবং কর্মীদের ক্ষতি করেছে। তারা রাত ১৪০ মিনিটে পঞ্জাবের বিমান ঘাঁটিতে উচ্চ গতির ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। এমনকি তারা স্বাস্থ্যসেবা এবং স্কুলগুলিতেও আক্রমণ করেছে।কর্নেল সোফিয়া কুরেশি আরও বলেছেন, একটি নিন্দ্যীয় এবং অপেশাদারী কাজ হিসেবে, পাকিস্তান শ্রীনগর, অবন্তীপুর এবং উধমপুরের বিমান ঘাঁটিতে হাসপাতাল এবং স্কুল প্রাঙ্গণকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। পাকিস্তান আবারও বেসামরিক অবকাঠামোতে আক্রমণের তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবণতা প্রকাশ করেছে। কর্নেল সোফিয়া জানিয়েছেন, পাকিস্তানের রফিকি, মুয়িদ, চাকলাবা এবং রহিম ইয়ার খানে পাক সেনার এয়ারবেসে আকাশপথে ভারত হামলা চালিয়েছে। এ ছাড়া, সুকুর এবং চুনিয়ায় পাক সেনাঘাঁটি, পসরুর এবং শিয়ালকোটের বিমান ঘাঁটিতেও হামলা হয়েছে।

পাক গোলাগুলি বর্ষণে জন্মুতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, সীমান্তে আতঙ্ক!

জন্মু, ১০ মে : পাকিস্তানি গোলাগুলি বর্ষণে ব্যাপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জন্মুতে। বর্ষ বার্ষি ভেঙে গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমান্তরতী অসংখ্য বাড়ি। শুক্রবার রাত্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাকিস্তানের ভারী গোলাবর্ষণের ফলে কুপওয়ারাতেও অনেক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জন্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চে শনিবার সকালেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে।পাকিস্তানের গোলাগুলি বর্ষণের ফলে জন্মু শহরের বেসামরিক এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জন্মু পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক অরবিন্দ গুপ্তা বলেছেন, ভোর ৫.৪০ মিনিট নাগাদ, আমি বাড়ির প্রথম তলায় ছিলাম, হঠাা আঘাত লাগে, আমি একটু ভয় পেয়ে যাই। পাকিস্তানের আমাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সরাসরি লড়াই করার সাহস নেই। তাই, তারা আবাসিক এলাকায় আক্রমণ শুরু করেছে। আবাসিক এলাকায় আক্রমণের পিছনে একমাত্র কারণ হল জন্মু শহরে আশঙ্ক সৃষ্টি করা। জন্মুর আপ শম্মু মন্দিরের কাছেও হামলা চালায় পাকিস্তান। জন্মু ও কাশ্মীরের উন্নীতেও পাকিস্তানি গোলাগুলিতে বাড়ি-ঘর এবং সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।এদিকে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেই রামবানে চেনাব নদীর উপর নির্মিত বাগলিহার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তাঁরা বর্ষণের বেশ কয়েকটি গোট খুলে দেওয়া হয়েছে। চেনাব নদীর উপর নির্মিত সালাল বাঁধের ৫টি গোট খোলা হয়েছে। শনিবার সকালেও রাজৌরিতে বিকট বিস্ফোরণের পর আকাশে খোঁয়া উঠতে দেখা গিয়েছে। পুঞ্চেও বিকট শব্দ শোনা গিয়েছে। পাকিস্তান প্রায় ২৬টি স্থান লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পর ভারতও প্রত্যাঘাত করেছে নিয়ন্ত্রণ রেখায় উত্তেজনা আরও বাড়ল।

কলকাতা বিমান বন্দরের কাছে বেআইনি অস্ত্র সহ গ্রেফতার চার

কলকাতা,১০মেঃ বিমানবন্দরের কাছে উত্তর শহরতলির নারায়ণপুরে তল্লাশি করিয়ে বেআইনি অস্ত্র



শহরতলির নারায়ণপুর এলাকার পূর্ব বেড়াবেডিৎএলাকায় গাড়ি নিয়ে আসছে অস্ত্র পাচারকারীরা। তারা ক্রেতাদের কাছে অস্ত্র পাচার করবে। গাড়িটি আটক করার পর গোয়েন্দারা তল্লাশি শুরু করেন। গাড়ির সিটের তলা থেকে উদ্ধার হয় একটি ব্যাগ। তার মধ্যেই ছিল এই অস্ত্রগুলি। সেগুলি বিহার থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে পুলিশের ধারণা।

রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন নিয়ে মনোমালিন্য গোসাবায়

গোসাবা , ১০ মে :গত শুক্রবার রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে গোসাবায়। একদিকে রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটির তরফে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হয় গোসাবার বেকন এলাকা চত্বরে। অন্যদিকে এবার গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন পালিত হয় কবিগুরুর জন্মদিন।রবীন্দ্র স্মৃতি রক্ষা কমিটির অভিযোগ, গোসাবার বেকন বাংলা প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র কবি গুরুর মূর্তির পাদদেশে তাঁদেরকে অনুষ্ঠান করতে বাধা দেওয়া হয় রূক প্রশাসনের তরফ থেকে। প্রতি বছর এই নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে এই বিশেষ দিন উদ্‌যাপন করেন এবং কবিগুরুর মূর্তিতে মালা দেন। কিন্তু এবার তাঁদেরকে এ কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। বেকন বাংলাে প্রাঙ্গণের মধ্যেও তাঁদেরকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা জের করে ত্যেকেন ও কবিগুরুর জন্মদিন পালন করেন।এই কমিটির সভাপতি অন্তর কুমার মাইতি ও সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, এই গোসাবার মাটি কবিগুরুর পদখুলি ধন্য। বেকন বাংলােতে কবি ১৯৬২ সালের ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর রাাত্রি যাপন করেছিলেন। ২০০৫ সাল থেকে এই বাংলাের প্রাঙ্গণেই আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে আসছি। প্রাক্তন সাংসদ তরুন মণ্ডল তাঁর সময়কালে সাংসদ তহবিলের অর্থে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকেই আমরা এই মূর্তির পাদদেশে কবির জন্মদিন পালন করি। কিন্তু আজ আমাদের সেখানে দিনটি উদ্‌যাপন করতে দেওয়া হয়নি। বাধা হয়েই কবিগুরুর একটি ছবিতে তাঁরা মাল্যদান করেন ও ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন।যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোসাবার বিডিও বিশ্বকৃপা বিশ্বাস। তিনি বলেন, এটা ওনার চিকি বলছেন না। এবার যেহেতু দিনটি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে উদ্‌যাপন করার বিষয়টি ঠিক হয়েছিল, তাই ওনারেরকেও পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে এক সঙ্গে দিনটি উদ্‌যাপনের কথা বলা হয়। কিন্তু ওনারা রাজি হন নি। ওনারা এদিন সকালে নিজেরদের মত করে অনুষ্ঠান করেছেন। কেউ তাঁদেরকে বাধা দেন নি।তবে এদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোসাবাবাসী যথেষ্ট ক্ষুদ্ধ। গোসাবা বাবসাসী সমিতির সম্পাদক পঞ্চজ মণ্ডল বলেন, আজ যেন গোসাবায় রবি ঠাকুর ভাগ হয়ে গেলেন। এতে বছর ধরে রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি এই অনুষ্ঠান করতে আসছে। কবিগুরুর মূর্তির পাদদেশে তাঁদের অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হল না। এটা গোসাবার সাধারণ মানুষের মনে আঘাত হেনেছে। অনেক হাছাছত্রীয়াও ছিল সেই সময়, তাঁদেরকে আমরা কি শিক্ষা দিলাম!

দুরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃআগের পরিকল্পনাগুলি কার্যকর না হওয়ার জন্য মন খারাপ করবেন না। আজ পুনর্মূল্যায়নের দিন। দিনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আপনি অনেক কিছুই সামলে নিতে পারবেন যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে ।

বৃষঃ আজ স্মৃতির পাতা খুলে বসার দিন । আনন্দের পূরবা দিনগুলি মনে করে আপনার মুখে হাসি ফিরে আসবে। কিছু সময়ের সম্পূরীন হতে পারেন যার জন্য আপনার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অনুভূতি বোধ হবে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে তুলে রাখা আলোচনাগুলি সেরে নিতে দেরি করবেন না ।
মিথুনঃকাজের জয়গায় আপনি হয়তো কিছু পরিবর্তন আনতে চাইবেন, সম্ভবত কোনও নতুন ব্যবসায়িক কৌশল। আজকে ব্যক্তিগত ও পেশাগত ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগ্যমাত্র বজায় রাখাতেই আপনার দুটি নিবন্ধ থাকবে।

কর্কটঃআজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন। আপনার মাথা ও মন হয়তো বিভ্রাদমান থাকবে ও সহজে একে অন্যের সঙ্গে কমত হবে না। আপনাকে নতুন লাইনে ডাবনাচিহ্না করতে হবে। কিন্তু আপনি আজকে সক্রিয় ও এগরাগ্রাতি থাকবেন।।
সিংহঃআজকে, আপনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। যারা কাজকে গুরুত্ব দেন তারা সহজেই আজকের দিনটি পার করতে পারবেন। আপনাকে নিজের মেজাজ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। শুধুমাত্র কাজের জায়গাতেই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আপনাকে সজাগ থাকতে হবে।

কন্যাঃনতুন ব্যবসার উদ্যোগ

নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো। যেসব প্রকল্পগুলি সচিয়ে

রাখা আছে সেগুলি শেষ হবে।

আসন্ন সপ্তাহের দিকে তাকিয়ে

আপনি নিজের উদ্যমকে চাচ্চা

করতে চাইবেন।।

তুলাঃআপনার ব্যাটারি রিচার্জ

করার জন্য রোজের একঘেঁয়ে জীবন

থেকে ছুটি নিতে চাইবেন। এই

অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন আমাদের

প্রত্যাহ্বেরই মাপপ্রমাণ দরকার হয়।।

বৃশ্চিকঃআপনার রোজকার কাজের

ধরনে, একটুখানি অভিনবত্ব ও

নতুনত্ব যোগ করুন। আপনি যে

বিশৃঙ্খল ভাবে কাজ করেন, তাতে

কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা আনতে হবে।

নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়া শক্তি ও

উদাম নিয়ে কাজে ডুবে গিয়ে

নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করুন।।

ধনুঃআজ সারাদিনটাই কাজ

সংক্রান্ত মিটিংয়ে কেটে যাবে।

সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়ে নিজের

কাজে আরও উন্নতি করার চেষ্টা

করতে পারেন।

মকরঃআপনার অসাধারণ পেশাদারী

দক্ষতা প্রমাণ করার সময় এসে

গিয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের

জন্য আপনি সাহের্যে বাইরে কাজ

করবেন, এমনকী দিগুণ প্রচেষ্টা

করবেন এবং আপনার সফল

হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

কুন্তঃআর্থিক দিক থেকে খুবই

নিস্তেজ দিন যাবে। আজকে বিশাল

উপার্জনের সম্ভাবনা নেই।

মীনঃসম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে,

আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই

যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আজকে

আপনি জেদ করে নিজের

দোষাশোনা করার জন্য সময় বার

করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে

উপার্জনের সম্ভাবনা নেই।

মীনঃসম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে,

আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই

যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আজকে

আপনি জেদ করে নিজের

দোষাশোনা করার জন্য সময় বার

করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে

উপার্জনের সম্ভাবনা নেই।

মীনঃসম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে,

আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই

যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আজকে

আপনি জেদ করে নিজের

দোষাশোনা করার জন্য সময় বার

করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে

উপার্জনের সম্ভাবনা নেই।

মীনঃসম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে,

আপনি যতই চেষ্টা করছেন, ততই

যেন কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আজকে

আপনি জেদ করে নিজের

দোষাশোনা করার জন্য সময় বার

করবেন ও দায়িত্ব থেকে দূরে

উপার্জনের সম্ভাবনা নেই।

মীনঃসম্প্রতি আপনার মনে হচ্ছে,

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটির ২ য় বার্ষিকী জেলা সম্মেলন

অভিজিত হাজারা, হাওড়া, ১০ মে : পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটি – র ২ য় বার্ষিকী জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী স্মৃতি বিজড়িত রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী পর্যটন কেন্দ্র-র অডিটোরিয়াম হলে। শুরুতেই একটি বর্ণাঢ়া শোভাযাত্রা উদয়নারায়ণপুর পর্যটন কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে ঐ শোভাযাত্রা উদয়নারায়ণপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় ফিরে আসে পর্যটন কেন্দ্রে। অডিটোরিয়ামের মূল প্রবেশ পথের পাশে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর প্রাক্তন সভাপতি তথা



উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা, সমবায় সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি প্রতাপ কুমার পাঁজা। রায়বাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী পর্যটন কেন্দ্র অডিটোরিয়াম হলে মাদ্রলিক প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক

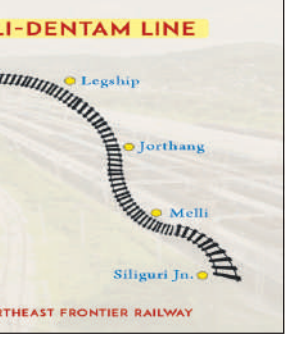
সমীর কুমার পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি-র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমল বেরা, সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু কুমার মন্ডল, হুগলি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অচিন্তা কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি প্রতাপ কুমার পাঁজা, সম্পাদক দেবব্রত কর্মকার, সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারীরা আজ বঞ্চিত, সেটা বিভিন্ন বক্তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন। বক্তারা বলেন, বিগত বামফ্রন্ট সরকার সমবায় কর্মচারীদের সুযোগ - সুবিধা প্রদান, অসুবিধা দূরীকরণে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার ও উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সমবায় কর্মচারীরা যে আজ ও নানান সমস্যার মধ্যে আছে, কর্মচারীরা যে বঞ্চিত তা ব্যাখ্য করে, বর্তমান সরকারের দুষ্টি আকর্ষণের জন্য দাবি সনদ উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা-র হাতে প্রদান করেন। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি –র হাওড়া জেলা কমিটি – র মুখপত্র হাওড়া চলচ্চিত্র – ১ ম সংখ্যার প্রচ্ছদ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক। এই সম্মেলনে হাওড়া জেলার সমবায় সমিতি গুলি থেকে ৪০০ জনের অধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি হাওড়া জেলা সম্পাদক দেবব্রত কর্মকার বলেন, হাওড়া জেলার সকল সমবায় কর্মচারীদের সুযোগ - সুবিধা, দাবি - দাওয়া আদায়ের জন্য

ভারতীয় রেলওয়ে সিকিমের মেল্লি থেকে ডেন্টাম পর্যন্ত নতুন রেললাইনের মাপ অনুমোদন করেছে

মালিগাঁও, ১০ মে : রেল মন্ত্রণালয় সিকিম রাজ্যে মেল্লি থেকে ডেন্টাম ভায়া জোরোথং এবং লোশিগপ পর্যন্ত একটি নতুন রেললাইনের জন্য চূড়ান্ত স্থান নির্ধারণ (এফ এলএস) পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষাটির জন্য আনুমানিক প্রায় ২.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ের অনুমোদন হয়েছে। এই পদক্ষেপ সিকিমের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে রেল সংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রস্তাবিত রুটটির লক্ষ্য হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত ব্যবধান পূরণ করা, যা চিওয়াভাঞ্জিয়াং-এ ভারত-নেপাল সীমান্তের পাশে অবস্থিত ডেন্টামের মতো দূরবর্তী শহরগুলিকে ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করবে। মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সিকিমের সাংসদ (লোকসভা) ডঃ ইন্দ্র হ্যাং সুকার দাবির প্রেক্ষিতে এই সমীক্ষাটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সময় আনুমানিক ৭৫

কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই নতুন রেল লাইনটি নির্মাণাধীন সিডোক – রংপো রেল লাইনের একটি বিকল্পলগত সম্প্রসারণ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যা ২০২৭ সালের মধ্যে কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মেল্লি, দক্ষিণ ও পশ্চিম সিকিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ, যা পশ্চিম ত সাম্প্রদায়িকভাবে একটি সংযোগহীন হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার ফলে এই অঞ্চলের জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন একীকরণ নিশ্চিত হবে। এক্সপ্রেস (ফৈনাল লোকেশন মার্চে) প্রকল্পের চূড়ান্ত সারিবদ্ধকরণ, প্রকৌশল নকশা এবং বায়ু অনুমোদন জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ প্রযুক্তিগত এবং সম্ভাব্যতা অন্তর্গুষ্টি প্রদান করবে। এই নতুন সংযোগ প্রকল্পটি এই অঞ্চলের, বিশেষ করে গিয়ালিং এবং আশেপাশের অঞ্চলে

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাবে, পর্যটনের প্রচার হবে,



বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই রেল সংযোগটি একবার সম্পন্ন হলে, যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে, পণ্য ও যাত্রীদের ভ্রমণ সহজতর হবে উঠবে, যা পশ্চিম সিকিমের জনগণের জন্য একটি রূপান্তরকারী জীবনরেখা হিসেবে কাজ করবে। সমীক্ষা সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত কাজের দরপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

মহিলা সহ দুজনকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

দেবাশিষ কংশবর্গিক, নবদ্বীপ, ১০ মে : বিবাদের জেরে মহিলা সহ দুজনকে বেধড়ক মারধর ও হত্যার চেষ্টার অভিযোগে সাহেবনগর থেকে পলাতক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায় গ্রেপ্তার হওয়া ওই অভিযুক্ত যুবকের নাম জানে শেখ। তার বর্তমান নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বারিচড়া সাহেব নগর মাঠ পাড়া এলাকায়। শনিবার সকালে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে পলাতক অভিযুক্তকে সাহেবনগর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ এপ্রিল পূর্ব পার্গবশত প্রতিবেশী আনোয়ার শেখকে মারধর করতে থাকে অভিযুক্ত যুবক জানে শেখ। এইসময় আক্রান্ত আনোয়ার শেখের স্ত্রী খান্নিকে বাঁচাতে এলে তাকেও মারধর ও মাথায় আঘাত করে হত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তাদের আটকিফাকরে ছুটে

আসে আশেপাশের মানুষজন। পরে মহিলা সহ দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায় অ্যান্য্য প্রতিবেশী। অপরদিকে এদিনই সুবিচার পেতে আক্রান্ত আনোয়ার শেখ অভিযুক্ত জানে শেখের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অন্যদিকে অভিযোগ দায়ের হাতেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত জানে শেখ। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। শনিবার সকালে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১২৬(২), ৩৫১(২), ১১৫(২)১১৭(২), ৭৪, ১০৯৩(৫) পুরনো বিবাদের জেরে প্রতিবেশী আনোয়ার শেখ ও তার স্ত্রীকে মারধর করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত এরপর ওইদিনই আক্রান্ত আনোয়ার শেখ অভিযুক্ত জানে শেখের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে দন্ত শুক্র করে পুলিশ, আজ শনিবার সকালে গোপন সুখে খবর পেয়ে বাহির চড়া সাহেবনগর থেকে পলাতক অভিযুক্তকে।

খুন জাফরাবাদের বাবা-ছেলে! মূলাচক্রীকে গ্রেপ্তার পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১০ মে : মুর্শিদাবাদে ওয়ারফ কম্বাঙ্কির সময় বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য। বশান্তির জটন, জমি বিবাদের কারণে খুন হয়েছেন জাফরাবাদের বাবা-ছেলে! শুক্রবার রাতে ঝাড়খণ্ড থেকে আরও এক মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে, দাবি করল পুলিশ। এই ঘটনায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়া এলাকায়

অভিযান চালান সিটের সদস্যরা। সেখান থেকেই হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস খুনের অন্যতম অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত হজরতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে দু’জনকে খুনের পিছনে দাবি মাথা এই হজরতই। পুলিশের দাবি, ধৃত জেওয়া স্বীকার করেছে জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা ও ছেলের সঙ্গে তার জমি নিয়ে বশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। আন্দোলনের ও তা থিবে অশান্তির সূযোগ নিয়ে হজরত কিছু দুষ্কৃতীর

সঙ্গে মিলে বাবা ও ছেলেকে খুন করে। জানা গিয়েছে, জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা ও ছেলের ওই গ্রামে জমি ছিল। সেই জমিতে হজরত নিজের বাড়ির জন্য বিদ্যুতের পোল বসাতে ও নর্দমা নির্মাণের কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবা ও ছেলে তাতে নাকচ ছিলেন। তাতেই ওই পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয় হজরতের। আন্দোলনের সূযোগ নিয়ে বাবা-ছেলেকে খুন করে হজরত সেই জমি খসনের পরিকল্পনা করেছিল বলে অভিযোগ।

পানাগড় বায়ুসেনার সতর্কতা, ড্রেন ওড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১০ মে : পেছেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাক সীমান্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় দেশের সেনাঘাটীগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় পানাগড় বায়ুসেনা ঘাটী কাকসার রক ও পঞ্চায়েত প্রশাসনের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে। কাঁকসা ব্লকের আমলাজোড়া, গোপালপুর, কাঁকসা ও ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে সেনা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, অচেনা বা সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই রিপোর্ট করতে হবে। নতুন ভাড়াটীদের পরিচয় যাচাই বাধ্যতামূলক। ড্রেন ওড়ানোয় কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনিতে রয়েছে আধুনিক বহিরাবর্তিলস C-130। যুদ্ধবিমান, যা এক ঘটনার মধ্যে চীন সীমান্তে পৌঁছাতে সক্ষম। এদিকে বাংলাদেশের নিম্নজ জঙ্গি সংগঠন ‘ আল ইসলাম’-এর নেটওয়ার্কও উঠে এসেছে তদন্তে। কাঁকসা থেকে ধৃত হাবিবুল্লাহ, হাওড়া থেকে শেখ হারাজ এবং চ্যেমাই থেকে শেখ আনোয়ারকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। হাবিবুল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জঙ্গিরা ভুয়া সিডিও ছড়িয়ে উদ্দামি দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রহ করছিল। কাঁকসা বিডিও পর্না দে জানিয়েছেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতকে, প্রতিটি সিডিওভান বক্তি ও নতুন ভাড়াটারিয় বিধি রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাত্রিকালীন পাহারার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

একটি ছাতার প্রয়োজন ছিল। আমরা সেই ছাতার সন্ধান পাই ২০।০৮।২০২৩ সালে। ঐ সালেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতি – র সদস্যপদ গ্রহণ করি। আমাদের হাওড়া জেলায় ১৪ টি ব্লক। ঐ ব্লক গুলির মধ্যে ১১ টি ব্লক সংগঠিত ব্লক। বাকি তিনটি ব্লক শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা খুবই কম। হাতে গোনা কয়েকটি সমিতি থাকলেও তাঁদের কাছে আমরা এখন ও পৌঁছাতে পারি নি। বর্তমানে আমাদের জেলায় সংগঠনের সভা সংখ্যা ৩৬১ জন। আমরা জেলা সংগঠনের মাধ্যমে জেলার সহ নিবন্ধক কাছে এবং জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এর কাছে সমবায় সমিতি ও আমাদের কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা। ১৩।১২।২০২৩ তারিখে এ,আর,সি,এস হাওড়া রেঞ্জ এর কাছে পে – স্কেল ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ২৫।১০।২১০২৪ তারিখে সি,ই,ও হাওড়া ডি,সি,সি,বি লিঃ এর আধিকারিকে ফ্রেডিট লিমিট ও সি,এস, পি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে এবং পুনরায় ১১।০৯।২০২৪ তারিখে এ, আর,সি, এস হাওড়া রেঞ্জ আধিকারিক এর নিকট সমস্যা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিষয়ে এবং ২১।১০।২১০২৫ তারিখে ডি,ডি,এ (গ্যাড়মিন) হাওড়া আধিকারিক এর কাছে সার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেছি। তবে আমরা যে,সব দাবি গুলো আমরা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি, তা দাবি করতে পারবে না। কিন্তু অনেকাংশে সফলতা আমরা পেয়েছি। আমাদের সংগঠনের আন্দোলনের চাপে ব্যাঙ্ক এন,ই,এফ,টি আর,টি,জি,এস চার্জ নেওয়ার নির্দেশিকা তুলে নিয়েছেন। সমিতির বি,ও,ডি নির্বাচন এবং এডহক গ্যাপ্ট পেমেন্ট স্থরাধিত হয়েছে। জেলা সমবায় সহ নিবন্ধক ও জেলা মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এর সঙ্গে আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে একটা সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আমাদের সংগঠন দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করে না এবং ভবিষ্যতেও করবে না। আমাদের আগামী দিনের লক্ষ্য জেলার সকল সমিতিতে নির্বাচিত পরিচালক মন্ডলী গঠন করা, জেলার যে সকল সমিতির কর্মচারীদের পে – স্কেল অনুযায়ী মাহিনা প্রদান করা হয় না, সেখানে পে – স্কেল চালু করা, জেলার সকল সমিতির কর্মচারীদের আইডেন্টিটি কার্ড তৈরীতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, আমাদের সংগঠনের নিজস্ব অফিস গৃহ নেই, সেই সকল সমিতি যাহাতে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে অফিস গৃহ নির্মাণ করতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, জেলার অন্তর্গত যে সকল সমিতিতে ৬১।১০।২১০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষা কাজ সম্পূর্ণ করা যায় নি সেই সমিতি গুলির নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ। করা, জেলার যে সকল সমিতির নিজস্ব অফিস গৃহ নেই, সেই সকল সমিতি যাহাতে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে অফিস গৃহ নির্মাণ করতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা, জেলার অন্তর্গত যে সকল সমিতি বন্ধ হয়ে গেছে, আমানতকারীরা টাকা ফেরত পাচ্ছেন না, সেই সকল সমিতির আমানতকারীগণ যাহাতে তাহারের জমানো টাকা ফেরত পাহিতে পারেন, তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। জেলার অন্তর্গত যে সকল সমিতির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে এন,পি,এ কমানোর বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার আরও এক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ মে : জঙ্গি সন্দেহে আরও এক জেএমবি সদস্যকে গ্রেফতার করে। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতের নাম আব্বাউদ্দিন মোল্লা। বাকি পুলিশ ২৪ পরগনার জেলার ভাষমন্ড হারবার এলাকার পাওয়া গ্রামে। এনিয়ে জঙ্গি সন্দেহে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। তাদের মধ্যে দুজন বীরভূমে। দুজনকে শুক্রবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক বকদিরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। শনিবার তিনজনকেই আদালতে তুলে হেফাজতে চেয়ে আবেদন করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। বিচারক তিনজনকেই ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের যোগ অর্থাৎ আগে থেকেই প্রমানে পেয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, বর্ধমানের খাগরাগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের মতো একটি পৃথক ঘটনায় একের পর এক জঙ্গিদের গ্রেহভার করে পুলিশ। সেই ঘটনার যোগ সূত্র পাওয়া যায় বীরভূমেও। নানুর, বোলপুর থেকে একাধিক জনকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করে ত্রিভঙ্গুল পুলিশ। বর্তমানে বীরভূমে তদন্তে নেমে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাতে বীরভূমের মুরারই থানার চাতরা থেকে সাহেব আলী খান এবং বানিওর অঞ্চলের চণ্ডীপুর গ্রাম থেকে আজমল হোসেন নামুই জেএমবি জঙ্গিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ভাষমন্ড হারবারের আব্বাউদ্দিন মোল্লাহ হদিস পায় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। শুক্রবার রাতে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। শনিবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী সৈকত হাতি বলেন, বীরভূম থেকে ধৃত দুজনকে শুক্রবার আদালতে তোলা হয়েছিল। তাদের একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। শনিবার তিনজনকেই রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলো প্রত্যেকের ১৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আদালতা, ধৃতদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে। তাদের কাছ থেকে জঙ্গি সংগঠনের কিছু কাজগতর এবং বিস্ফোরকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ধৃতদের কাজ ছিল যুবকদের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা। রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করা। তাদের বিরুদ্ধে দেশেদ্রোহিতার মামলা রজু করা হয়েছে। এই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে আরও যুক্ত থাকার সন্তবনা রয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের ধরার চেষ্টা করছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে জল সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা

গোরক্ষপুর, ১০ মে : উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে জল সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। এই দিকে, জল সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য ০৮টি স্থানে “জল পূর্ণবাহার কেন্দ্র” স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ছাপড়া কোচি ডিপোতে ২৫০ কিলোলিটার (প্রতিদিন কিলোলিটার), লখনউ কোচি ডিপোতে ৫০০ কিলোলিটার, নতুন কোচি ডিপো গোরখপুরে ৫০০ কিলোলিটার, পুরাতন কোচি ডিপো গোরখপুরে ৫০০ কিলোলিটার, কাসগঞ্জ কোচি ডিপোতে ৫০০ কিলোলিটার, রামনগর কোচি ডিপোতে ৫০ কিলোলিটার, তরকপুর কোচি ডিপোতে ২০ কিলোলিটার, লালকু্যান কোচি ডিপোতে ২০ কিলোলিটার সহ মোট ২৬৪০ কিলোলিটার ক্ষমতার জল পূর্ণবাহারযোগ্য প্ল্যাট স্থাপন করা হয়েছে। জল পূর্ণবাহার করা কেন্দ্রের মাধ্যমে, ব্যবহৃত জল পরিস্কার করা হয় এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা হয়। কোচি ডিপোতে খোয়ার জন্য ব্যবহৃত জল পূর্ণবাহরত করা হয় এবং খোয়ার জন্য পুনরায় ব্যবহার করা হয়, ফলে জল সঞ্চয় হয়। জল সংরক্ষণ ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে এই উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন্য নিয়েছে। এর উপযোগিতা মাথায় রেখে, এটি আরও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতার, লখনউ ডিভিশনের লখনউ জংশন এবং গোরক্ষপুর জংশন স্টেশনে ‘জল পূর্ণবাহার কেন্দ্র’ স্থাপনের কাজ চলছে।

বসিরহাটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাঁটো, চালু হয়েছে হেল্লোলাইন নম্বর

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট, ১০ মে : পেছেলগাঁও হামলার জবাবে ‘অপারেশন সিদুর’ দেখেছে পাকিস্তান। একদম নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হানা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাটীগুলি। একের পর এক জঙ্গি নিহত হয়েছে। যার সংখ্যা বহু। তারপর ভারতের উপর পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে পাক সেনারা। কারণ একদিকে যেমন পাকিস্তানের আক্রমণ প্রতিহত করে দিয়েছে ভারত অপরদিকে করাচি, ইসলামাবাদ, রাওলপিন্ডিতে পাল্টা জবাব দিতেই চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। এদিন, শনিবার পাকিস্তানের তিনটি সীমান ঘাটী উদ্দিগে দিয়েছে ভারত বলে সূত্রের খবর। এই আবহে পাকিস্তানও বিমান বারাদ হামলা চালাতে পারে বলে বিসিহাটে কড়া নিরাপত্তা রাখা হয়েছে। এদিকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বসিরহাটে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াচেনা হল। কারণ বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে ভারতে হামলা চালানতে পারে পাকিস্তান বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর তাই পুলিশ এবং বিশেষএক থিয়েভারে সীমান্ত এলাকায় বাড়তি নজরদারি করছে। বসিরহাটের স্বরূপনগর থেকে শুরু হয়েছে এবং হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগর কোস্টাল থানায় গিয়ে মিশেছে ১৪ কিলোমিটার সীমান্ত। তার মধ্যে ৫০ কিলোমিটার শুধুই জল সীমানা বাকি ৪৪ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত। এখন থেকেই গোপনে কোণাও জমি যাতে ভারতে প্রবেশ করা না পারে তাই কড়া নিরাপত্তা রাখা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে খবর। অন্যদিকে জন্মু কাশ্মীর সীমান্ত থেকে শুরু করে জয়সলমীর এবং নানা সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তান গোলাগুলি চালাতে শুরু করেছে। পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই আবহে বাংলার সীমান্তে প্রভাব পড়তে পারে। বসিরহাট সীমান্ত, বর্নগাঁ শেট্রিপোল সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ থাকলেও পাকিস্তানের সেনা থেকে জঙ্গি তা ব্যবহার করতেই পারে।

শহরের বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে পুলিশ অভিযান

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ মে : ভারত পাকিস্তানের উদ্ভূদ পরিস্থিতির মধ্যে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে পৌঁছে গেল কোচবিহার জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। মূলতঃ ভারতের সেনাদের জামাকাপড় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হয়। যা সাধারণ মানুষ পরিধান করে। এমনকি কোচবিহারের বিভিন্ন বিএসএফ ক্যাম্প এবং আর্মি ক্যাম্পের সামনের দোকানগুলিতেও এই কাপড় কিনে বানানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ভারত পাকিস্তান উদ্ভূদ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে কোচবিহার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালালো এই সমস্ত দোকানগুলিতে। উপস্থিত ছিল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজু ঘোষ। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রাজু ঘোষ বলেন – মূলত বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাক বিক্রি হয়। ভারত পাকিস্তান উদ্ভূদ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে আমরা তাই প্রত্যেকটি দোকানে সচেতনতামূলক বার্তা দিলাম যে এই পোশাকগুলি আর ডিসপ্পে কিংবা বিক্রি করা যাবে না। তিনি বলেন যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই পোশাক নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। শনিবার কোচবিহার পুলিশ



প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী মিরাজ খান বলেন – পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা এসেছিল তারা জানিয়ে গেল সেনাদের পোশাক সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা যাবে না বা তাদের বানিয়ে দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র যারা পুলিশ বিএসএফ বার্মিতে রপ্তাচ্ছে তাদের বৈধ পরিচয় পত্র দেখালেই তবেই এই পোশাক বিক্রি করা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারত পাকিস্তান পরিস্থিতির শুরু হতেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই পোশাক বিক্রি নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। শনিবার কোচবিহার পুলিশ

দোকানে সেনাদের ইউনিফর্ম সংক্রান্ত যেকোনো পোশাক বিক্রি ডিসপ্পে এবং স্টক করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সেনা ছাউনির পাশে যে সমস্ত দোকানীরা এই পোশাক বিক্রি করেন সেনাদের জন্য এবং কাপড় দিয়ে তৈরি করে দেন তাদের উপস্থিতি এরা বার্তা দেওয়া হয়েছে যাতে বৈধ পরিচয় পত্র থাকলেই তবেই এই ধরনের পোশাক তৈরি বা বিক্রি করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত ওয়াকিবহুল মহলের।

বারুইপুরে মেগা জব ফেয়ারে চাকরি সুযোগ পেল প্রায় সাড়ে তিনশো যুবক যুবতী

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১০ মে : রাজ্য সরকারি চাকরির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। কল, কারখানায় কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা। এমনকি সম্প্রতি ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে সংশয় দেখা দেওয়ায় যুব সমাজ আতঙ্কিত। আর এই পরিস্থিতিতে শিক্ষিত বেকারদের জন্য চাকরির সুযোগ নিয়ে এল বারুইপুরের গার্গী মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে শুক্র ও শনিবার এই চাকরির মেলা অনুষ্ঠিত হয় বারুইপুরের বলরামপুরে। দু দিনের এই জব মেলায় সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ৩৩৬ জন চাকরি প্রার্থীকে চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এনেকি দেশের অন্যান্য রাজ্য থেকেও মোট ১৬ টি কোম্পানি এই চাকরি মেলায় অংশ নেয়।

জলহত্র কর্মসূচি পালিত

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১০ মে : কালনার ভবা পাগলার মা ভবানী মন্দিরে শনিবার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে জলহত্র কর্মসূচি পালিত হলো। এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ শর্মিলা সরকার। এই লাবদাহ জলহত্রের হাত থেকে রেহাই পেতে এই জলহত্র কর্মসূচি নেওয়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ লোক সমাগম ঘটে এই মন্দিরে বহুসংখ্য থেকে মানুষ আসেন ভবা পাগলার মা ভবানীর পূজােকে কেন্দ্র করে। ভবা পাগলার দেবনাথ সাংসদ কে মন্দিরটি সেণ্ট্রাল এসি করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানান। প্রত্যেক বছরই বৈশাখের শুভ অশুষ্ঠান হয় পালিত হয় প্রত্যেকবারই লোকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মন্ত্রী সাংসদ তহবিল থেকে মন্দিরটি সেন্টার এসি করে দেওয়ার অনুরোধ করেন।

সমস্ত সরকারি পরিবহনে অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটার সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ১০ মে : রাজ্য সরকার জলপথ পরিবহন থেকে শুরু করে সব সরকারি পরিবহনে যাত্রীদের অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটার সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী আজ বিধানসভা’য়ের সেষ্টর ফাই’তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যাত্রী সাথী অ্যাপের হোয়ারিং ইস মাই বাস পরিষেবার সূচনা কর বলে সেনা যাত্রীদের সুস্বচ্ছ এই অ্যাপের মাধ্যমে সব ধরনের পরিষেবা পাওয়া যাবে। আগামী দিনে বাসস্ট্যান্ডগুলিতে আধুনিক ডিসপ্পে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এর মাধ্যমে কোন রুটের বাস কোথায় রয়েছে এবং কখন এসে পৌঁছাবে যাত্রীরা তা আগাম জানতে পারবেন বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সরাসরি চাকরি মেলায় একদিকে যেমন খুশি ছাত্র ছাত্রীরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের বোর্ড অফ প্র্যাটিক্যাল ট্রেনিংয়ের ডাইরেক্টর এস এম ইজাজ আহমেদের উপস্থিতিতে এই চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবার এই ধরনের চাকরির মেলায় মাধ্যমে নতুন চাকরি প্রার্থীদের সুযোগ দেয়। শিক্ষাগত যোগ্যতায় যারা মধ্যগতির তারা অনেকেই সরকারি চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। তাদেরকেই এই চাকরি মেলায় চাকরির সুযোগ করে দেওয়াই মূল লক্ষ্য। আমাদের। বারুইপুরের গার্গী মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিক্যাল উদ্যোগে এই ধরনের সুযোগ পেয়ে

খুশি যুবক যুবতীরা। এই সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান বোধিসংস্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা খুশি যে ভারত সরকার এগিয়ে এসেছেন এই বেকার, সাদ্য পাশ করা যুবক যুবতীদের চাকরি দেওয়ার জন্য। সরাসরি ইন্টারভিউ নিয়েই চাকরি পেয়েছেন প্রায় সাড়ে তিনশো জন।

 উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি টেন্ডার নং-১ এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০৫-২০২৫
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে উপ-প্রধান সিনিয়াল ও টেলিফন ইঞ্জিনিয়ার। টেলি/হেডকোয়ার্টার, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর দপ্তর। নথিভুক্ত নথিতে উল্লিখিত সর্বসম্মত মানদণ্ড অনুসারে নথিভুক্ত সমস্ত টিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। দপ্তর নং-এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ০৫-২০২৫, কাজের নামঃ গোরখপুর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে রেলওয়ে অফিসার ক্লাবে P2.5 SMD LED লিডিং ও লাম সন্মার, ইন্সটলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং, দপ্তর নম্বরঃ টাকা নং-১৯,১৭,২১১.৫২ (টাকা) উল্লিখিত লক্ষ সীমানা’রই ছাড়পত্র প্রদানযোগ্য। দপ্তরঃ জমানাতঃ টাকা ৬০,০০০।-১, প্রস্তাবের সময়ঃ ০৬ দিন, দপ্তর বন্ধ এবং খোলার স্থান, তারিখ এবং সময়ঃ DST/Tele হুগলি, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর। ০৯.০৬.২০২৫ বিকাল ১৫.০০ টা, সমাপ্তির সময়কালঃ ০২ (দুই) মাস পরেগিয়ে নেওয়া। পরিসরঃ জমা, মূল্য দপ্তরঃ বিজ্ঞপ্তির সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে ই-টেন্ডার’তে ওয়েবসাইটে দেখুন। বিজ্ঞপ্তিত দপ্তরঃ বিজ্ঞপ্তি, নথিভুক্ত, যোগাযোগ নম্বরের, শর্তাবলী। http://www.irops.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ঐচ্ছিকঃ সম্ভাব্যতা।। দপ্তর/তাদের দপ্তর দপ্তরের সাথে মনস্ত প্রাসঙ্গিক সমন্বিত। ফরম্যাট। সংযুক্তি আপলোড করতে হবে। ডিওয়াই, চিফ সিনিয়াল ও টেলিফন ইঞ্জিনিয়ার। টেলি।/এইচটিউ., গোরখপুর CPRO/Singal-10 ট্রেন বিডি। সিগায়েটে য়ুমপান করুন না

খাওয়া দাওয়া

গরমে খেয়ে আরাম পাবেন, এমন দুই ডালের রেসিপি দেখুন



ঝিঙে ডাল

উপকরণঃ মসুর ডাল ১ কাপ, টমেটোকুচি আধা কাপ, আন্ত কাঁচা মরিচ ৪৫টি, ঝিঙে গোল পাতলা করে কাটা ২ কাপ, গরম জল পরিমাণমতো, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৪টি, লবণ পরিমাণমতো, তেজপাতা ১টি, শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবঙ্গ ২টি

প্রণালিঃ ডাল ধুয়ে নিন। টমেটো, আন্ত কাঁচা মরিচ, ঝিঙে বাদে বাকি সব উপকরণ ডালে একসঙ্গে মাখিয়ে ২৫-৩০ মিনিট রেখে দিতে হবে। ডালে পরিমাণমতো গরম জল ও ঝিঙে দিয়ে দিন। ডালের জল কমে এলে টমেটো আর কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে ফেলুন।

লেবু ডাল

উপকরণ (১)

মসুরের ডাল ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, আদাকুচি আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়া সামান্য, লবণ ১ চা-চামচ, পানি পরিমাণমতো।

উপকরণ (২)

মাখন ১ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২টি, কাঁচা মরিচকুচি ২ চা-চামচ বা পরিমাণমতো, এলাচি ২টি, চাক চাক করে কাটা লেবু কয়েকটি।

প্রণালি

১ নম্বরের সব উপকরণ একসঙ্গে হাঁড়িতে নিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। ডাল স্নেহ হলে চুলা থেকে নামিয়ে আরও ২ কাপ গরম জল দিন। ব্রেন্ডারে এক্স করে ছেকে নিতে হবে। গরম ডাল পরিষেদন পাড়ে ঢেলে ২ নম্বর উপকরণের মাখন, লেবুর রস, কাঁচা মরিচ, এলাচিকুচি মিশিয়ে দিন। লেবু চাক চাক করে কেটে পরিবেশন করুন লেবু ডাল।

যুক্তরাষ্ট্র আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শরণার্থীদের গ্রহণ করতে যাচ্ছে



যুক্তরাষ্ট্র আগামী সপ্তাহের শুরু থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শরণার্থীদের গ্রহণ করতে যাচ্ছে। পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের বরাতে এবং হাতে আসা নথির ভিত্তিতে প্রতিক্রাটি এখনও স্বাস্থ্য ও জানিয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভার্জিনিয়ার ওয়াশিংটন ডালেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এই

অনুষ্ঠানে এই শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকানদের আগমন উদযাপন করা হবে। তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান জাতিগোষ্ঠীর সদস্য। এ বিষয়ে জানতে হোয়াইট হাউস ও স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের (এইচএইচসে) সঙ্গে রয়টর্সের তরফে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রশাসন প্রাথমিকভাবে

সোমবার আফ্রিকানদের স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা করেছে। তবে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। কারণ, শরণার্থীরা কখন এসে পৌঁছানেন, তা ফ্লাইটের সময়সূচি ও শরণার্থী দলের প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার ওপর নির্ভর করবে। গত ৭ সপ্তেম্বয়ার এক নির্বাহী আদেশে যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন ট্রাম্প।

আদেশে বলা হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মূলত ডাচ বংশোদ্ভূত আফ্রিকানরা “অন্যায় জাতিগত বৈষম্যের শিকার” হচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফেরুয়ারি মাসেই ট্রাম্পের ওই নির্বাহী আদেশের সমালোচনা করে। তখন তাঁরা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, এটি ‘বাস্তবতাবিবর্জিত’ এবং এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ‘উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের গভীর ও বেদনাদায়ক ইতিহাসকে’ উপেক্ষা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এমন এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শ্বেতাঙ্গ শরণার্থী নিতে যাচ্ছে, যখন দেশটি সব ধরনের শরণার্থীর প্রবেশ স্থগিত করেছে। নিরাপত্তা ও

সম্পদের ৯৯ শতাংশ দান করে দেবেন বিল গেটস

ওয়াশিংটন, ৯ মেঃ মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস বলেছেন, তিনি আগামী ২০ বছরের মধ্যে তাঁর সম্পদের ৯৯ শতাংশ দান করে দেবেন। তিনি জানান, তিনি তাঁর ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দান বাড়াবেন। ২০৪৫ সালের মধ্যে তাঁর ফাউন্ডেশনের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার এক রূগ পোস্টে বিশ্বের অন্যতম এই ধনকুবের বলেন, “আমি মারা গেলে মানুষ অনেক কিছু বলবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত করতে চাই, ওই সব ব্যক্তির কেউ যেন বলতে না পারেন ‘তিনি ধনী অবস্থায় মারা গেছেন’। ৬৯ বছর বয়সী বিল গেটস বলেন, তাঁর নামে থাকা ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রকল্পে ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে। তিনি আশা করছেন, আগামী দুই দশকে এই ফাউন্ডেশন আরও ২০ হাজার কোটি ডলার খরচ করবে। তবে এটি বাজার ও মুদ্রাস্ফীতির ওপর নির্ভর করবে। বিল গেটস তাঁর রূগে ১৮৮৯ সালে লেখা অ্যান্ড্রু কার্নেগির একটি প্রবন্ধ ‘দ্য গসপেল অব ওয়েল্থ’-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ধনী ব্যক্তিদের দায়িত্ব তাঁদের সম্পদ সমাজে ফিরিয়ে দেওয়া। গেটস সেখানে কার্নেগির একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি ধনী অবস্থায় মারা যান, তিনি গ্লানিকর অবস্থায় মারা যান।’ গেটসের সর্বশেষ এই প্রতিশ্রুতি তাঁর দাতব্য কার্যক্রমকে আগের চেয়ে দ্রুতগতিরে এগিয়ে নেবে। আগে তিনি ও তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী মেলিভা পরিকল্পনা করেছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরও ফাউন্ডেশন বহু দশক ধরে কাজ করে যাবে। বৃহস্পতিবার বিবিসির ‘নিউজ আওয়ার’-এ তাঁর এই নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অনুষ্ঠানে গেটস বলেন, ‘২০ বছর পর আরও অনেক ধনী ব্যক্তি আসবেন, যাঁরা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন।’ মহিক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, ‘এটা আসলে জরুরি অবস্থার বিষয়। আমরা যদি ফাউন্ডেশনকে স্থায়ী করার চিন্তা না করি, তাহলে এখন অনেক বেশি খরচ করতে পারব। আমি জানি, এই খরচ আমার মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।’ ব্লুমবার্গের তথ্য অনুযায়ী, মোট সম্পদের ৯৯ শতাংশ দান করার পরও গেটসের হাতে শত কোটি ডলার থেকে যাবে। মহিক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ ধনী ব্যক্তি। বিল গেটসের রূগে একটি টাইমলাইন শেয়ার করা হয়েছে, যেখানে তাঁর বর্তমান সম্পদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর বর্তমান মোট সম্পদের পরিমাণ ১০ হাজার ৮০ কোটি ডলার। এতে একটি বড় তিরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে ২০৪৫ সালের মধ্যে এই সম্পদ প্রায় শূন্যে হেনে আসবে। বিল গেটস আরও বলেন, ফাউন্ডেশন তার মূল তহবিল থেকে ২০ হাজার কোটি ডলার খরচ করবে। ১৯৭৫ সালে পল অ্যালেনের সঙ্গে মিলে বিল গেটস মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানি কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য প্রযুক্তি খাতে শক্তিশালী অবস্থানে চলে যায়। পরে গেটস ধাপে ধাপে কোম্পানি থেকে সরে আসেন। ২০০০ সালে তিনি প্রধান নির্বাহীর পদ ছাড়েন এবং ২০১৪ সালে চেয়ারম্যান পদ থেকেও সরে দাঁড়ান। বিল গেটস বলেন, বিনিয়োগকারী ও মানবহিতৈষী ব্যক্তি ওয়ারেন বাফেটসহ অন্য দানশীল ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

তবে গেটসের ফাউন্ডেশন নিয়ে সমালোচনাও কম নেই। কোনো কোনো সমালোচক বলেন, গেটস এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে আয়কর ফাঁকির জন্য ব্যবহার করেন বা বিশ্ব স্বাস্থ্য খাতে এ প্রতিষ্ঠান অযাচিত প্রভাব ফেলে থাকে। বিশ্বের অন্যতম এই ধনকুবের তাঁর রূগ পোস্টে ফাউন্ডেশনে তিনটি মূল লক্ষ্য তুলে ধরেনমা ও শিশুদের প্রাণঘাতী প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে মুক্ত করা ম্যালেরিয়া ও হামের মতো সংক্রামক রোগ নির্মূল করা এবং কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা। বিদেশি সাহায্য কমানোর জন্য গেটস যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সমালোচনা করেছেন। এই দানশীল ধনকুবের লিখেছেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলো ভবিষ্যতেও সবচেয়ে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত করে বলতে পারি, গেটস ফাউন্ডেশন এমন সব প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবে, যা মানুষ ও দেশগুলোর দারিদ্র্য ঘোচাতে সাহায্য করবে।’ আগুয়ারে গেটসের সেই মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ককে দায়ী করে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি দক্ষতাসংক্রান্ত বিভাগ ডিওজিইর মাধ্যমে বিদেশি সাহায্য কাটিছাঁট করার কারণে শিশুদের মৃত্যু ঘটবে।বিষয়টি নিয়ে আরও স্পষ্টপা্ভাবে কথা বলেছেন গেটস। তিনি বলেন, ‘এই কাটিছাঁট শুধু কিছু শিশুর নয়, বরং লাখ লাখ শিশুর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। আপনি নিশ্চয় আশা করেন না যে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এ কাজ করবেন।’ যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক সাক্ষাৎকারে বিল গেটস মোজাম্বিকের গাজা প্রদেশের একটি হাসপাতালে দেওয়া অনুদান বন্ধ করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তুলভাবে বলেছিলেন, এই অর্থ তহবিল গাজা উপত্যকায় ‘হামাসের’ কনডম কেনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। পরে ইলন মাস্ক মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই দাবির বিষয়ে তুল স্বীকার করেন এবং বলেন, ‘আমরা ভুল করব। তবে ব্যয় সংকোচনের কাজ অগ্ন্যহত থাকবে।’ গেটস ফিন্যান্সিয়াল বলেন, ‘আমি চাই ইলন মাস্ক সেখানে গিয়ে সেই শিশুদের সঙ্গে দেখা করুক, যারা তাঁর এই অর্থ কাটিছাঁটের কারণে এখন এইঅস্থিতিতে আক্রান্ত হচ্ছে।’ এ বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্য জানতে যোগাযোগ করেছিলাম। গেটস ফাউন্ডেশন দাতব্য প্রতিষ্ঠান মিডিয়া অ্যাকশনের দাতা।

১৯৬৯ সালে প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে অ্যাডলফ হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিলেন

টোকিও, ৯ মেঃ অ্যাডলফ হিটলার। জার্মানির প্রাক্তন চ্যান্সেলর। নাৎসিবাদী রাজনীতি করে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা মেটাতে প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ডে আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেন। পাঁচ বছর ধরে চলে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের গ্রানি নিয়ে সপরিবারে আত্মহত্যা করেন হিটলার। এতে তাঁর নাৎসি বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। দিনটি ছিল ১৯৪৫ সালের ৭ মে। ইতিহাসের এই দিনে হিটলারের নাৎসি বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

হিটলারের উত্থান

অ্যাডলফ হিটলার ১৮৮৯ সালে অস্ট্রিয়ার ব্রাউনau শহরে জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য ভিয়েনার আর্ট কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুবার আবেদন করেও বার্থ হন। মাঝখানে কয়েকটি বছর কেটে যায়। এরপর ১৯১৬ সালে জার্মানির মিউনিখে চলে যান হিটলার। পরের বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কৃতিত্বের জন্য একাধিক পদকও পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ‘জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি’ অলোচনায় আসে। দলটির ওপর নজরদারি করতে হিটলারকে মিউনিখে পাঠানো হয়। হিটলার দলটির কিছু সভায় অংশ নেন। তাদের অনেক চিন্তাভাবনার সঙ্গে একমত হন। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সেই দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

নাৎসি পার্টির ইতিহাস

১৯২০ সালে দলটির নাম পরিবর্তন করে ‘ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি’ করা হয়, যা পরে নাৎসি পার্টি নামে পরিচিতি পায়। ১৯২১ সালে নাৎসি পার্টির নেতৃত্বে আসেন হিটলার। ১৯২৬ সাল নাগাদ নাৎসি পার্টির জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। মাঝখানে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৩২ সাল নাগাদ জার্মানির

সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় নাৎসি পার্টি। হিটলারকে চ্যান্সেলরের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন জার্মানির প্রেসিডেন্ট পল ফন হিন্ডেনবার্গ। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি চ্যান্সেলর হন হিটলার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

চ্যান্সেলর হয়ে পর্যাঁমেটে ১৯১৮ সাল দিয়ে নিরক্ষর ক্ষমতার অধিকারী হন হিটলার। ১৯৩৪ সালের আগস্টে হিন্ডেনবার্গ মারা যান। এরপর চ্যান্সেলর ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব একাই পালন করতে শুরু করেন হিটলার। নিজেকে জার্মানির ‘ফ্যুয়েরার বা সর্বোচ্চ নেতা’ ঘোষণা করেন। এভাবে চ্যান্সেলর থেকে একনায়ক হয়ে ওঠেন হিটলার। নিরক্ষর ক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার পর হিটলার একের পর পদক্ষেপ নিতে থাকেন। ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট। হিটলারের জার্মানি এবং জোসেফ স্তালিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) মধ্যে একটি চুক্তি হয়। পুরোপুরি বিপরীত আদর্শের নাৎস ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তিতে ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিস্মিত হয়েছিল। চুক্তির মূল বিষয় ছিল একে অপরকে আক্রমণ না করা। প্রকৃতপক্ষে সে চুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত রচিত হয়েছিল। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলারের জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে বনে। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। পরে এক সপ্তাহে যুদ্ধ পহ ইতালি, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪০ সালের মে মাসে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণ করেন। মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স দখল করে নেয় হিটলারের জার্মানি।

ব্রিটেন দখলের চেষ্টা

ফ্রান্স দখলের পর ব্রিটেন আক্রমণের ছক কষতে থাকেন হিটলার। ব্রিটেন আক্রমণের সেই রণকৌশলের নাম ছিল অপারেশন সি লায়ন। যার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ প্রতিরোধ



ভেঙে ফেলা। এই পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল ফ্রিৎজ হালদার। শুরুতে হিটলার ১৯৪০ সালের ১৬ আগস্ট ব্রিটেন আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবসম্মত নয় বলে পরে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে ব্রিটেনের দক্ষিণ উপকূলে জার্মান অবতরণ করে দেশটি দখলের পরিকল্পনা ছিলো হিটলারের। লুফথগোয়াক (জার্মান বিমানবাহিনী) আশা করেছিল, চার সপ্তাহের মধ্যে তারা ব্রিটিশ রয়েল কোর্সকে ধ্বংস করতে পারবে। তবে জার্মানির ততকালীন নৌবাহিনী প্রধান এরিক রেডার বিস্তৃত উপকূলজুড়ে আক্রমণের বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করতেন, ব্রিটেনের রয়্যাল নেভির সঙ্গে তারা পেরে উঠবে না। তা ছাড়া হামলা চালানোর মতো নাৎসি বাহিনীর কাছে প্রয়োজনীয় জাহাজ ছিল না। একই সঙ্গে রয়্যাল নেভির হুমকি মোকাবিলায় জার্মান নৌবাহিনীর সক্ষমতা ছিল অপর্যাপ্ত। জার্মান বিমান

বাহিনীর প্রধান হারম্যান গোরিং ১৯৪০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ব্যাপক বিমান হামলা চালান ইল্যান্ডে। যার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ ফহিটার কমান্ডকে ধ্বংস করা। কিন্তু এতে লুফথগোয়াকে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লুফথগোয়াকে ছিল নাৎসি-জার্মানির বিমান বাহিনী। অবশেষে ১৭ সেপ্টেম্বর হিটলার অপারেশন সি লায়ন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এরপর হিটলার তার মনোযোগ পূর্বদিকে ঘুরিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণের (অপারেশন বারবারোসা) পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেন। সি লায়নের পরিকল্পনা আর কখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

অপারেশন বারবারোসা

বার্লিনভিত্তিক গবেষক ডেভিড স্টাইলি তাঁর ‘অপারেশন টাইফুন হিটলার’স মার্চ অন মস্কে, অক্টোবর ১৯৪১ বইয়ে লিখেছেন, ১৯৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত দেন হিটলার। ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে জার্মানি। ডেভিড স্টাইলিরের বইটি ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তিনি অপারেশন টাইফুনের কৌশলগত বিশ্লেষণ করেছেন এবং জার্মান উচ্চ কমান্ডের সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রায় ৩৫ লাখ জার্মান সৈন্য ১ হাজার ৮০০ মাইল সীমান্ত এলাকাজুড়ে আক্রমণ শুরু করে। এ সৈন্যদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ছিল জার্মান এবং বাকিরা ছিল হিটলারের সহযোগী বিভিন্ন দেশের। হিটলারের প্যানজার ডিভিশন প্রায় সাড়ে তিন হাজার ট্যাংক এবং ২ হাজার ৭০০ যুদ্ধবিমান নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে বড় আক্রমণ। জার্মান সৈন্যরা তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে অগ্রসর হতে শুরু করে। প্রতিটি গ্রুপের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। সৈন্যদের তিনটি গ্রুপ ছিল উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য।

বিলোনিয়া থানার পুকুর সাফাইয়ে নামলেন জেলা শাসক

বিলোনিয়া , ১০ মে ঃ স্বচ্ছ বিলোনিয়া, সুস্থ বিলোনিয়া আহ্বানকে সামনে রেখে শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি হাতে কখনো দা, কখনো নর্দমা পরিস্কারের ভেলাসা নিয়ে বিলোনিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র থানার পুকুরে নেমে পড়েন। বিলোনিয়া থানার পুকুরটি দীর্ঘদিন পরিস্কার করার প্রয়োজন মনে করেনি পুর পরিষদ। একসময় বিলোনিয়া থানার জলাশয় ছিল পুর পরিষদের গর্ব। থানার আয়ের উৎস। দীর্ঘ সময় সংস্কারের অভাবে পুকুরটি নিজস্বতা হারিয়েছে। জলাশয় নর্দমায় পরিপূর্ণ থাকলেও পাড়ে তৈরী করা হয় বাগান, বসার সিট ইত্যাদি।

অবশেষে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা শাসক নিজ উদ্যোগে একেবারে জলাশয়ে নেমে নিজের হাতে পরিস্কারের কাজ শুরু করেন। এদিন বিলোনিয়া থানার জলাশয়ে স্বচ্ছতা অভিযানে ছিলেন মহকুমা শাসক, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন, থানার ওসি সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবক এবং উদ্যমী যুবকরা। বিলোনিয়ার ঐতিহ্যের থানা পুকুর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করতে সকল সুনাগরিকদের আহ্বান জানান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি। জেলা শাসকের উদ্যোগকে স্বাগত জানান জেলা সদসের মানুষ। অভিজ্ঞ মহলেয় বক্তব্য বিলোনিয়া পুর পরিষদ ও বিলোনিয়া থানা একটি সচেতন হলে জেলা শাসককে নর্দমায় নেমে দিনত্তর জলাশয় পরিস্কারে সময় ব্যয় করতে হত না।

নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু ৮৩ বছরের বৃদ্ধার

বিলোনিয়া , ১০ মেঃ নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ৮৩ বছর বয়সী বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বইখোরা থানার অধীন পশ্চিম চরকবাই এলাকায়। মৃত্যুর নাম রেমুবালা কুড়ী। বৃদ্ধার মৃত্যু তে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রেমুবালা নিজ বাড়িতে কিছু পরিত্যক্ত জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলার জন্য আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অসাধনানতায় হঠাৎ আগুন রেমুবালার কাপড়ে লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই পুরো শরীরে আগুন ধরে যায় এবং ঘটনাস্থলে তিনি প্রাণ হারান। পরে এলাকাবাসী খবর দেয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতাল পাঠানোর ব্যবস্থা করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পারে ওই ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন মহিলার অসুস্থ স্বামী। তিনি ছিলেন শয্যাশায়ী। বাড়ির অন্যান্য লোকজন অন্যত্র গিয়েছিলেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আশুতোষ কলেজে আয়োজিত হল একদিনের জাতীয় সেমিনার



দুরন্ত বার্ভা, কলকাতা,১০ মেঃ কলকাতাআধুনিক যুগে ডিজিটাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে আশুতোষ কলেজে আয়োজিত হল একদিনের জাতীয় সেমিনার ‘ডিজিটাল মার্কেটিং দ্য আর্ট অফ ক্রিয়েটিং প্রফেশনাল কনটেন্ট। এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ডিজিটাল বিপণন ও পেশাদার কনটেন্ট নির্মাণের নানাদিক বিশ্লেষণ। যা শিক্ষার্থীদের এই ক্ষেত্রে দক্ষ করে তুলতে সহায়তা করবে। আশুতোষ কলেজের কমিউনিকোট ইংলিশ ও সাংবাদিকতা ও গণস্বজ্ঞান বিভাগের ঐখ্য উদ্যোগে এবং কলেজের আই.কিউ.এ.সি সহযোগিতায়এই সেমিনারটির আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লীর এপিজে ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের ডিরেক্টর প্রফেসর সঞ্জল মুখার্জি ও সহযোগী অধ্যাপক প্রফেসর নবীন গৌতম। উভয় বক্তাই পেশাদার কনটেন্ট নির্মাণ, ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের বর্তমান প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য রাখেন। তাঁরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কনটেন্টের মান ও তা বিপণনে কিভাবে প্রভাব ফেলে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। প্রমোভের পরে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সেমিনারটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। এই ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করে। নতুন প্রজন্মের ভাবনাবিচ্ছা ও দক্ষতার বিকাশে এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. মাসদ কবি। আশুতোষ কলেজের এই প্রয়াস ভবিষ্যতে আরও উদ্ভাবনী শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করবে বলেও তিনি মনে করেন।

সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার সঙ্গে চটজলদি পদক্ষেপ, যুদ্ধে নিদান সেনাপতির

কলকাতা, ১০ মে ঃ যুদ্ধজয়ের কোনও প্রথাগত সাফল্যসূত্র হয় না। সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনার সঙ্গে চটজলদি পদক্ষেপের মিশ্রন যুদ্ধে আবশ্যিক বলে মন্তব্য করলেন প্রবীন প্রাক্তন সেনাপতি অরুণ রায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতকে সবচেয়ে বড় যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে ১৯৭১-এ।

তাতে সবচেয়ে জটিল যুদ্ধক্ষেত্র ছিল পাক সীমান্তের ছায়া। ওই

সেক্টরে ভারতীয় বাহিনীর ‘৮ -এ অরুণাবাবু ছিলেন এক্সিকিউটিভ অফিসার (অ্যাডজুটেন্ট)। ২০০৬-এ অবসর নিয়েছেন জিওসি হিসাবোঁ এখন বয়স ৭৯। তাঁর ৪৪ বছরের সেনাজীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ‘৭১-এর সেই যুদ্ধকথা। এই প্রতিবেদককে তিনি জানানেন, “হাডহাডিড লড়াইয়ের মধ্যে একবার পাক সৈন্যরা আমাদের পর্যদুস্ত করে বেশ কিছুটা অফিসার @ Arun Kr. Adhikary, of VILL, P.O. & P.S. - Singur, Dist - Hooghly, W.B. that on 08/05/2025 affidavit no. 68/25, before the Notary Public at Krishnagar, Nadia। I converted my religious faith from Hinduism to Islamism on my own will, and I acquainted as Sumana Biswas in place of Sumana Adhikary. Sumana Biswas and Sumana Adhikary is the same and one identical person.

চলো। আমরা আচমকা ওদের ধায়োল করি। না হলে দেশে ফিরে আমাদের দুজনকেই রাত্তায় কমলালেবু বিক্রি করতে হবে! অরুণাবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, “কিন্তু আমাদের সাজানো বহর কোথায়? প্রস্তুতি নেই তো! এটা বলতেই আদতে অমৃতসরের ওই সহযোদ্ধা বললেন, আশপাশে যারা আছেন, যা আছে তাই নিয়েই চলো। বাবুটি, সেপাই, লাচি, ভোঁতা অস্ত্র, এক আধটা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে আমরা শত্রুশিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে

Name Change
I, Ganesh Sadhukhan S/o Late Bhrgu Sadhukhan residing at Vill-West Barasat, Ps- Gaighata, Dist-North 24 Parganas, Pin-743273, West Bengal, India. That my real name and sur-name is Ganesh Sadhukhan and my settlement record of mouza- 94 No Barasat Ah-ch-59 plot no-1067 Recorded Dukiram Sadhukha is my also nick name and my(BOI) bank account number -43301010007404 as declared before the Ld.1st Class Judicial Magistrate at Bongaon on 27/01/2025.Dhukhiram Sadhukha and Ganesh Sadhukhan And also my father's name Bhrgu Sadhukhan and Bhlu sadhukhan. All are same and one identical person.

Name Change
I, Sumana Adhikary, D/o - Arun Adhikary @ Arun Kr. Adhikary, of VILL, P.O. & P.S. - Singur, Dist - Hooghly, W.B. that on 08/05/2025 affidavit no. 68/25, before the Notary Public at Krishnagar, Nadia। I converted my religious faith from Hinduism to Islamism on my own will, and I acquainted as Sumana Biswas in place of Sumana Adhikary. Sumana Biswas and Sumana Adhikary is the same and one identical person.

Name Change
I Saswati Lodh of 22 Lake Terrace, Santoshpur, Kolkata- 700075 do here by declare that my name and my daughter's name has been changed from Saswati Lodh Chowdhury to Saswati Lodh and Nistha Thakur to Sreetama Chatterjee vide affidavit no 2346 dated 28/02/2025 before Judicial Magistrate 1st at Barasat Court. I also declare that Saswati Lodh Chowdhury and Saswati Lodh and Nistha Thakur and Sreetama Chatterjee is same and one identical person.

১৯৩৯-১৯৭১-২০২৫! ধুলো ঝেড়ে বের করা হল মুসলিম ইসটিটিউটের সেই যন্ত্র

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ মে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা বেজেছিল প্রথমবার। তারপর



১৯৭১। সেবারও বাজানো হয়েছিল এই সাইরেন। এবার কি আবার বাজানোর প্রয়োজন পড়েছে! ধুলো ঝেড়ে বের করা হচ্ছে সাইরেন। সঙ্কেত এলে মালদহের মুসলিম ইস্টিটিউট থেকেই বাজানো হবে সাইরেন। ১৯৩৯ সালে আনা সেই সাইরেনই আবার মেরামত করে রাখা

হল। ভারত-পাকিস্তান অশান্তির আবহে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে গত কয়েকদিন ধরেই দিনে-রাত্তে বেজে উঠেছে সাইরেন। তৈরি হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। মালদা শহরের এই মুসলিম ইস্টিটিউট থেকেই দু'বার সাইরেন বাজানো হয়েছিল। এবার কি আবারও বাজানো হবে!

মালদা জেলা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে। এই জেলার ১৮ কিলোমিটার অংশে এখনও কোনও কাঁটার নেই। বারবার উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলির সদস্যরা করিডর হিসেবে বেছে নেয় মালদাকে। শুধু তাই নয়, নদীপথেও বাংলাদেশ থেকে ঢুকে পড়া যায় এই

জেলায়। নদীপথেই সহজেই যাওয়া যায় ঝাড়খণ্ড। আবার বিহার বা ঝাড়খণ্ড হয়ে সড়ক পথেই নেপাল যাওয়া যায় খুব সহজেই। তাই আতঙ্কিত জেলার বাসিন্দারা। এই জেলায় জাল নোট, অস্ত্র, মাদক পাচারের মতো অনুপ্রবেশ- সব বিষয়ই নজরে থাকে গোয়েন্দাদের। সেই কারণেই যুদ্ধের আবহে মালদায় তীক্ষ্ণ নজরদারি চলছে। সবরকম ভাবে সরকারি আধিকারিকদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তৎপর সিভিল ডিফেন্সও শুধু মুসলিম ইস্টিটিটিউট নয়, সাইরেন প্রস্তুত রাখা হয়েছে মালদহ জেলার আরও চার জায়গায়। মালদহ জেলা আলানত, দমকল এবং রেল এবং পুলিশ লাইন অথবা মালদা সংশোধনাগার থেকেও প্রয়োজনে বাজানো হতে পারে সাইরেন।

যুদ্ধের আবহের মধ্যে বালুরঘাটের একটি বেসরকারি স্কুলে মক ড্রিল করানো হল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১০ মে : ভারত-পাক যুদ্ধের আবহের মধ্যে বালুরঘাটের একটি বেসরকারি স্কুলে মক ড্রিল করানো হল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। এদিন বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এনসিস কমান্ডার ওই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এই মক ড্রিল সম্পর্কে জানান। এমনকি যুদ্ধের আগে সাইরেন বাজলে কি কি করণীয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর পাশাপাশি হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭১ সালের পর ২০২৫। ৫ দশকের বেশি সময় পর ফের বেজে উঠল সাইরেন। নাগরিক সুরক্ষায় দেশজুড়ে হল মক ড্রিল। পেহেলগাঁও ঘটনায় পর অবশেষে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত। পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গি ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে ভারত। প্রত্যাঘাত হতে পারে এবং প্রত্যাঘাত হলে পরিস্থিতি বদল হবে। এমনকি যুদ্ধের পরিস্থিতিও বদলে যেতে পারে। ভারত বাংলাদেশ সীমানা লাগুয়া বালুরঘাট শহরে এর আগে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোেটারসেল পড়েছিল। যেই কারণে বালুরঘাটকে নিরাপত্তার দিক থেকে

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বালুরঘাটের এই বেসরকারি স্কুলে মগ ড্রিলের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আপৎকালীন সময়ে কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এদিন মকড্রিল প্রথমে জোরে সাইরেনে বাজানো হয়। এরপর জানানো হয় বিপদ সংকুল জায়গা থেকে সরে যেতে হবে তাদের। বিপদের পরিস্থিতি এনে বন্ধ করে দিতে বলা হয় সব আলো। সঙ্গে রাখতে হবে প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে কোনও কিছুর তলায় লুকিয়ে পড়তে হবে। জানানো থেকে দুই, ডেস্ক বা টেবিলের নিচে লোকাতে হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জানানো হয়, বিভিন্ন ধরনের আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যেমন মিসাইল আর্টাক, বোমাবর্ষা। সাইরেনের অওয়াজ চিনে ঘরের ভিতরে ও ঘরের বাইরে যেকোন পরিস্থিতি দিয়ে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করা যাবে সেই বিষয়েই মূলতঃ প্রশিক্ষণ দেন এনসিসির কমান্ডার। পড়ুয়া ছাড়াও এদিন স্কুলের অন্যান্য কর্মীরাও মক ড্রিলে অংশ গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিজড়িত ‘উদয়ন’-এর সংস্কার প্রয়োজন,দিল্লি থেকে বিশেষ দল

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১০ মে : বৃষ্টি হলেই ছাদ থেকে জল ঝুইয়ে পড়ছে। শেষ কিছু দরজা জানলাও ভাঙ্গা অংশায় পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে, বাইরের অধিকাংশ দেওয়ালের প্লাস্টারের একাংশ খসে পড়েছে। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী উদয়ন গৃহের এমনই ভগ্নপ্রায় অবস্থা। পাশাপাশি, ভাঙ্গী থান চলাচলের জন্য ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহেরও অবস্থা



উদ্বেগজনক। তার প্রেক্ষিতেই সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই) অর্থাৎ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বশ্রমকে আবেদন জানিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তাতেই সাড়া দিয়ে দিল্লি থেকে দুই অধিকারিক বোলপুর শান্তিনিকেতন আসেন। উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের সঙ্গে বৈঠকের পর

পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে জানান ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ অধিকারিক অতিগ যোষা। প্রসঙ্গত বোলপুর শান্তিনিকেতনে মূলত যে কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী ভবন রয়েছে,তার মধ্যে ‘উদয়ন গৃহ’ ও ‘উপাসনা গৃহ’ অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ৩০-এর দশকে উদয়ন গৃহ নির্মাণে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূলত রবীন্দ্রনাথের স্বাচ্ছন্দ্য ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত

অতিথিদের কথা ভেবে তিনি এই বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা করেন, রূপায়ণে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। এই বাড়ির অনেক ঐতিহাসিক পঁচত্থমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর কথোপকথন এই বাড়িতেই হয়েছিল। তার ছবি রয়েছে এই বাড়িতে। কবির জন্মদিনে জনগণের উদ্দেশ্যে জীবনের শেষ বার্তা দিয়েছিলেন উদয়ন বাড়ির বারান্দা থেকেই। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই কবির অন্তিম যাত্রা শুরু হয় এই বাড়ি থেকেই। বর্তমানে বিশ্বভারতীর কার্যালয়, প্রদর্শনশালা হিসেবে বাড়িটি ব্যবহৃত হয়। ভবনটিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চেয়ার, পিয়ানো, সেলনা যন্ত্রের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে।

কচুরিপানার দাপট, আটকে যাচ্ছে নৌকো, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নদীয়ার ছাড়ি গঙ্গায়

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ মে : অতীতের কালে বিভিন্নামায় স্মৃতি আবারও উন্মে ওঠে নদীয়ার শান্তিপূর বাগআচাময় ছাড়ি গঙ্গার মায়ে ঘন কচুরিপানার জঙ্গল দেখে। বর্ষা আসন্ন, তার আগে খটখট শুকনো রোদে কচুরিপানায় বিষ প্রয়োগ করে তুলে শুকানোর উপযোগী



সময় মনে করছেন স্থানীয়রা। কিন্তু বিপদ যখন আসন্ন কিংবা একটি বিপদ ঘট ঘটায়ার পরেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে তারা চাইছেন স্থায়ী ব্যবস্থা, অর্থাৎ কাঠের সজ্জা। ওপাড়ে চরপানাপাড়া, কলভাঙ্গা সব নানা গ্রাম এপাড়ে বেলের মাঠ। ওপাড়ে বাস করে প্রায় হাজার পরিবার। ছাড়ি গঙ্গায় জল থাকে সারা বছর, স্থানীয় তিন

মাঝি সারাদিন ধরে পারাপার করে থাকেন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজকর্মে এপাড়ে আসা মানুষজনের আবার অন্যদিকে এপাড় থেকে ওপাড়ে চর হওয়ার কারণে চাষাবাদে যান প্রচুর স্থানীয় মানুষজন। সকলেই চলাচল করেন প্রাণ হাতে করে, কারণ গত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রায়শই জলপথের মাঝখানে নৌকা আটকে যায় কচুরিপানার জঙ্গলে। তবে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল গত বছর যেখানে জেলা এবং রাজ্য এমনকি কেন্দ্রীয় তরফেও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা বেশ কয়েকজন স্কুল ছাত্রছাত্রীকে উদ্ধার করেছিলেন প্রায় ১২ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর। তবে এরপর স্থানীয় বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে কচুরিপানা পরিস্রুত স্থানীয় এই বছরও হয়ত হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের দাবি পাকাপাকি স্থায়ী ব্রিজ সেস্কন্ধে লোহার কিংবা সিমেন্টের হয়ত অনেক খরচ হতে পারে। তাই কাঠের হলেও সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। তবে স্থায়ী সমাধান নিয়ে রাজনৈতিক চাপানোঁতের অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। তারা চাইছেন এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি।

তিস্তা পাড়ের অতিথিদের পাহারায় মোতায়েন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মে : তিস্তা পাড়ের অতিথিদের পাহারায় মোতায়েন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ! কাদের এভাবে কড়া পাহারা দিচ্ছে পুলিশ! আসলে জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ে এখন অতিথি পাখিদের জমজমাট ভিড়ে, আর সেই পাখিদের পাহারায় রয়েছে খোদ পুলিশ। এখন তিস্তা ও করলার ধারে ডানা মেলে উড়ছে নানা জাতের পরিযায়ী পাখিরা। সুদূর দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল উড়ে এসে জলপাইগুড়ির এই দুই নদী়ি পারের ভিড় করেছে তারা। শহরবাসীর কাছে এ যেন এক অন্যরকম উসব-পাখিদের কলরবে সকাল বিকেল মুখরিত হয়ে ওঠে করলা-তিস্তার পাড়। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও পাখিদের নিরাপত্তা রক্ষায় এবার উদ্যোগ নিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। সকাল-সন্ধ্যা নদী পাড়ে টহল দিচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা। লক্ষ্য একটাই-এই অতিথি পাখিদের কেউ যেন বিরক্ত না করে, কেউ যেন ক্ষতি না করে। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে জুবলি পার্কে বসানো হয়েছে এক তথা বোর্ডে, যেখানে জলপাইগুড়িতে আগত বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের ছবি ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে স্থানীয়দের মধ্যে বাাছে সচেতনতা ও পাখি সংরক্ষণের প্রতি আগ্রহ। পুলিশ জানিয়েছে, শুধু বিদেশি নয়, দেশীয় কিছু পাখিও করলাপাড়া, কলভাঙ্গা সবে নানা গ্রাম এপাড়ে বেলের মাঠ। ওপাড়ে বাস করে প্রায় হাজার পরিবার। ছাড়ি গঙ্গায় জল থাকে সারা বছর, স্থানীয় তিন

অরক্ষিত এলাকায় দ্রুত কাঁটাতার চাইছেন সীমান্তের বাসিন্দারা

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মেঃ সীমান্তবর্তী রাজা বাংলা। কেন্দ্রয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাড়তি নজর রাখতে। সেই মতো কড়া প্রহরায় বিএসএফ। যুদ্ধের আবহে উন্মুক্ত সীমান্ত। আরও কড়া নজরদারি বিএসএফ-এরা। অরক্ষিত সীমান্তে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া চাইছেন জেলায় রাজগঞ্জ ও সদর রুক মিলিয়ে প্রায় ১২০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। যার মধ্যে



জলপাইগুড়ি সদর রুকে থাকা প্রায় ৫৪ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে প্রায় ১৮ কিলোমিটার এলাকা রয়েছে অরক্ষিত। এর মধ্যে নদীও রয়েছে। অভিযোগ, এই অরক্ষিত এলাকাগুলিকে কাজে লাগিয়ে চলে অনুপ্রবেশ। গরু পাচার, মাদক পাচার সহ বিভিন্ন ধরনের ক্রস বর্ডার ক্রাইম। এবার ভারত পাক যুদ্ধ আবহে আরও কড়া নজরদারি চালাচ্ছে বিএসএফ-এর ৯৩ নং ব্যাটালিয়ন। উল্লেখ্য, এ দিকে আজ আবার পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরে এক অনুপ্রবেশকারীকে বিএসএফ সূত্রে খবর, আন্তর্জাতিক সীমান্তে এক অনুপ্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে আধা সেনার জওয়ানরা। ওই ব্যক্তি এগিয়ে থাকেন কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। বারবার বিএসএফ বারণ করে তাকে। কিন্তু কানে কথা যায়নি। সব নিষেধ উপেক্ষা করেই তিনি এগিয়ে আসেন। এরপরই একপ্রকার বাধ্য হয়ে আধা সেনা গুলি চালায়। তখনই নিহত হয় ওই ব্যক্তি।

শিয়ালদহ বিভাগে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দৃঢ় পদক্ষেপ

কলকাতা, ১০ মে : পূর্ব রেলের নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির প্রতি সজাগ থেকে শিয়ালদহ বিভাগ তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (RPF)-কে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে এবং গোটা বিভাগের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফুয়েলিং পয়েন্টসহ সমস্ত স্টেশনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। Dog স্কোয়াড নিয়মিতভাবে স্টেশন ও ট্রেন তল্লাশিতে নিযুক্ত থাকছে, যাতে সম্ভাব্য বিপদের আগাম সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। রেলওয়ে স্টেশন এবং লেভেল ক্রসিং (LC) গেটগুলোতে RPF ও RPSF বাহিনীর উপস্থিতি আরও বাড়ানো হয়েছে। রেললাইনের পাশাপাশি স্টেশন এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে। যাত্রীদের মালপত্র স্ক্যানার ও হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টরের সাহায্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত ভিড্যুয়ন্ট স্থান যেমন PRS কাউন্টার, ব্লক রুম, ওয়েটিং হল, টায়টেট এবং কনকোর্স এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে। RPF কর্মীরা দিন-রাত সক্রিয়ভাবে প্ল্যাটফর্ম ও ট্রাক এলাকায় টহল দিচ্ছেন। শিয়ালদহ বিভাগের বিভাগীয় রেল ম্যানেজার (DRM) শ্রী রাজীব সাজেনা জানিয়েছেন, RPF শিয়ালদহ যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, পরিকল্পিতভাবে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং জনবহুল এলাকায় নজরদারির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হয়েছে।শিয়ালদহ বিভাগ সকল যাত্রীর জন্য একটি সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রদান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও কঠোর নজরদারি সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধ ও যাত্রীদের আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে সহায়ক হবে।

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁদুরের সম্মান বিজেপির

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ মে : ভারত-পাক যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যে কোচবিহার জেলা বিজেপির মহিলাদের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁদুরের সম্মান করা হলো। শনিবার কোচবিহার জেলা বিজেপি সদর কার্যালয়ের বাইরে মহিলা সদস্যরা সিঁদুর খেলায় মেতে উঠলেন। পাশাপাশি পথ চলতি মানুষকেও সিঁদুর পরালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারত পাকিস্তানের এই উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষ থেকে নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুর।



পেহেলগাঁও বিতান অধিকারীর স্ত্রীকে মাথায় সিঁদুর দেখে তার স্বামীকে হত্যা করে জঙ্গীরা এবং তাকে বলেন মোদিকো যাকে বলো এর পরেই এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয়। অপারেশন সিঁদুর। এই প্রসঙ্গ মহিলা নেত্রী দীপা দাস বলেন - অপারেশন সিঁদুর টু চলছে এখন। যেভাবে পেহেলগাঁতে জঙ্গিরা বিতান অধিকারীর স্ত্রীকে মাথায় সিঁদুর দেখে তার স্বামীকে হত্যা করেন এবং বলেন মোদিকো বলো এই পরিস্থিতিতে যখন ভারত তার উত্তর দেয় তার নাম রাখা হয় অপারেশন সিঁদুর। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী ১৪০ কোটি মানুষের মাথা উঁচু করে দিয়েছে বিশ্ব দরবারে। এই সিঁদুর নামের মধ্যে দিয়ে তিনি যে দেশের মহিলাদের যে সম্মাননা যাপন করলেন এবং ভারতবর্ষের সেনারা যেভাবে প্রতিঘাত করেছে পাকিস্তানের আক্রমণ তাদের ধন্যবাদ জানিয়েই আমাদের এই সিঁদুরের সম্মান। শনিবার পথ চলতি মহিলাদের সিঁদুর পরানোর সময় তারাও উচ্ছ্বাস যাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধান নিখিল রঞ্জন দে এবং কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন সহ প্রচুর কর্মী সমর্থকরা।

নদী দূষণমুক্ত করতে অভিনব ব্যবস্থা বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১০ মে : আত্রেয়ী নদী দূষণমুক্ত করতে এবার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি। বেশি জনবসতিপূর্ণ এলাকা রয়েছে, সেই সমস্ত এলাকা থেকে নর্দমার মাধ্যমে যে জল নদীতে মেশে সেই সমস্ত নর্দমার মুখে বিশেষ ব্যবস্থা করা কাজ শুরু করেছে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি। প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পতিরাম রেগুলেটড মার্কেটের পিছনের পাড়াতে যে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে সেই নর্দমার শেষ প্রান্তে নদীর বাঁধ লাগোয়া অঞ্চলে এই রিজার্ভার ও ফিল্টার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নর্দমার জলকে পরিশ্রুত করে নদীর জলে ফেলার প্রক্রিয়াকরণ চালু হয়েছে। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুধুমাত্র এই এলাকায় নয়, পতিরামের একাধিক নর্দমা আত্রেয়ী নদীর জলে মিশছে। প্রতিটি জায়গায় এই ধরনের প্রকল্প হলে আরও ভাল হয়। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যে পদ্ধতিতে এই যে ফিল্টার তৈরি হয়েছে তাতে বর্ষাকালে যে পরিমাণ জলের চাপ এই অঞ্চলে হয়, তা নিতে পারবে না। এই ফিল্টারের মুখ একটু বড় হলে সুবিধা হত। নয়তো জল জমা হয়ে থাকবে। এমনকি বর্ষাকালে জল জমে এলাকায় বিপত্তি হতে পারে। এবারের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার জানান, আত্রেয়ী নদীর জলকে সুরক্ষিত করা এবং পরিশ্রুত করণ জন্মাই এই উদ্যোগ। মোট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প জেলার মধ্যে একেবারেই প্রথম। ভবিষ্যতে জেলার বিভিন্ন রুক থেকে এমন উদ্যোগ আরও বেশি করে নেওয়া হবে। এই পদ্ধতিতে নর্দমার জলকে প্রথমে বিভিন্ন ফিল্টার ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিমোহিত করা হবে, যাতে জল পরিষ্কার হয় এবং নদীর জলে পৌঁছানোর আগে দূষণমুক্ত হয়। পরিশোধিত জল নদীর জলে মিশলে নদীর জলের গুণমান উন্নত হয় এবং পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব কম হবে।

ইন্ডিয়ান হোয়াইট আই ও এশিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের টানে ফটোগ্রাফারদের ভিড় পূর্বস্থলীতে

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১০ মে : পূর্বস্থলীর শিবতলা সংলগ্ন একটি ঘন আমবাগানে ভিড় জমিয়েছে বহু পাখিপ্রেমী ও ফটোগ্রাফার। কারণ, প্রতি বছরের মতো এবারও গ্রীষ্মকালীন প্রজনন ঋতুতে দেখা মিলেছে দুই বিশেষ প্রজাতির পাখির- ইন্ডিয়ান হোয়াইট আই (Indian White-eye) ও এশিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (Asian Paradise Flycatcher)। এই সময়টিতেই এই দেশীয় পাখিগুলি সেখানে আশ্রয় নেয় সন্তান জন্মানের উদ্দেশ্যে। ডিম পাড়া, বাচ্চা ফোটানো এবং কিছুদিন বাচ্চাদের লালনপালনের পর তারা আবার উড়ন যায় অন্যত্র।



পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালয় মূলতঃ পরিযায়ী পাখিদের জন্য শীতকালীন আশ্রয়স্থল হিসেবে সুপরিচিত। তবে গ্রীষ্মকালে দেশীয় এই দুই সৌন্দর্য্যবর্ধক পাখির উপস্থিতি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই কারণে শীতকাল ছাড়াও এখন গ্রীষ্মকালেও ভিড় বাড়ছে পাখিপ্রেমীদের। বিশেষ করে

ফটোগ্রাফার হাজির হয়েছেন এই দুলভ দৃশ্যপটকে ক্যামেরাবন্দি করতে। এই মরসুমে ফটোগ্রাফারদের



সকাল থেকেই ভিড় দেখা গেছে শিবতলার আমবাগানে। ফটোগ্রাফারদের মতে, শীতকালে পরিযায়ী পাখির ছবি তুলতে তারা পূর্বস্থলীতে আসেন, আর গ্রীষ্মকালে এই দেশীয় পাখির আকর্ষণই তাদের টেনে আনে এখানে। কলকাতা সহ রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বহু পেশাদার ও শৌখিন

আনাগোনায উপকৃত হচ্ছেন চুপির পাখিরালয়ের মাঝিরা। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই বাইরের ফটোগ্রাফাররা নৌকা ভাঙে পাখি দেখার ও ছবির সুযোগ পানেন। ফলে এককিমে যেমন পাখির সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হচ্ছেন দর্শকরা, তেমনি স্থানীয়দেরও অর্থনৈতিক লাভ হচ্ছে।

বাবা চাষি, ছেলে ভারতীয় সেনা জওয়ান! ভারত-পাক চরম উত্তেজনার আবহে মনোরঞ্জন যা করলেন, তা বাংলার গর্ব

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ মেঃ বাবা-দাদা দুজনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু নিজেরা সে স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। পরিবারের চাপে ছোটবেলায়ই সংসারের হাল



ধরতে হয়েছিল মনোরঞ্জনের বাবা। চা চাষি তিনি। নিজের স্বপ্ন প্রথমে বড় ছেলেকে দিয়ে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বড় ছেলেকেও দাঁড়াতে হয়েছিল বাবার পাশে। কিন্তু স্বপ্ন আরও মজবুত হয়েছিল। কারণ এবার সে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল দু’জেন্ডা গোষা। পরিবারের ছোট সন্তান যাতে ভারতীয় সেনায় যোগ দিতে পারে! ১৮ বছরের মনোরঞ্জন সেই স্বপ্ন সত্যি করল। সত্যি তো করই, এমন সময়ে করল, যখন দেশের এক জরুরি অবস্থা। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ পরিস্থিতি, সেই সময়েই ভারতীয় সেনার অগ্নিবীরে যোগ দিত বাড়ি থেকে রননা দিলেন ময়নাগুড়ির মনোরঞ্জন রায়। দুশ্চিন্তার মাঝেও আনন্দে চোখে জল বাবা-দাদার। বর্তমানে ভারত-পাক যুদ্ধ আবহে দেশের সেবায় ভারতীয় সেনার অগ্নিবীরে যোগদান করতে

বুদ্ধ পূর্ণিমার আগে লামাপাঠ ও বিশেষ পুজো শুরু করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ মে : বুদ্ধ পূর্ণিমার আগে লামাপাঠ ও বিশেষ পুজো শুরু করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা । উদ্দেশ্য একটাই-দেশের মঙ্গল কামনা। দেশজুড়ে যুদ্ধ অবহ। এর মধ্যেই ভারতীয় সেনার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু চেয়ে বিশেষ পুজো শুরু করলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। আলিপুরদুয়ারে হ্যামিল্টনগঞ্জ পূণ্যজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারে শুরু হল বিশেষ পুজো পাঠ। পাশাপাশি পেহেলগাঁওয়ে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছেন বৌদ্ধভিক্ষুরা। হ্যামিল্টনগঞ্জের

পূণ্যজ্যোতি বৌদ্ধবিহার অন্যতম পুরনো বৌদ্ধবিহার। বুদ্ধ পূর্ণিমা-সহ যে কোনও অনুষ্ঠানে এই বৌদ্ধ মঠে প্রার্থনা ও পুজো করতে আসেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। সপ্রতি ভারতীয় সেনা এবং বায়ু সেনার পক্ষ থেকে অপারেশন সিঁদুর করা হয়েছে যেখানে পাক ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি নষ্ট করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। যুদ্ধ চলছে পূর্ণিমাতে। পাকিস্তানের প্রতিটি য়ড়যন্ত্রের মোক্ষম জবাব দিচ্ছে ভারত। পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের জবাব দিতে শুরু করেছে ভারত, বলছেন সকলেই। এর পরেই সারা দেশে জুড়ে যুদ্ধের আবহ দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সেনা জওয়ানদের মঙ্গল কামনায় বৌদ্ধবিহারে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত আছেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। তাদের মতে, পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর যোগ্য জবাব পেয়েছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা সব সময় তৈরি থাকুকনিজে যোগ্য জবাব দিতে। তাদের সুস্থতা কামনা করে পুজো পাঠ হচ্ছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মতে বৌদ্ধধর্ম শান্তির ধর্ম। তবে আত্মরক্ষা করতে জ্ঞানেন সকলেই। দেশের সন্ত্রাসের এই পরিস্থিতিতে সঙ্গে রয়েছেন তারা। সর্বজ্যোতি ভিক্ষু জানান, সন্ত্রাসবাদমনন করতে ভারত যে পদক্ষেপ করেছে তার সঙ্গে রয়েছে আমরা সকলে। আমাদের গীর জওয়ানরা সুস্থ থাকুন-তার জন্যই এই পুজোর আয়োজন।

চায়ের দোকান থেকে পাড়ার মোড়ে জনসংযোগে নামল পুলিশ প্রশাসনও

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ মে : শত্রুকে চরমার করে দিয়ে এসেছে ভারত। পেহেলগাঁও হামলার প্রতিশোধ নিয়েছে এ দেশ। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের মহড়া চলছে একদিকে। অন্যদিকে বঙ্গের সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি বিএসএফের। এমনকি পুলিশও বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু চলছে রাপ চলছে। মুর্শিদাবাদের অনেকেই সমাজ মাধ্যমে লিখেছেন, প্রত্যাঘাতের অপেক্ষায় ছিলেন তারা। চায়ের দোকান থেকে মোড়ের মাথায় আলোচনার একটিই বিষয় এখন অপারেশন সিঁদুর। সীমান্ত জুড়েও বেশ সাজে সাজো রব বর্তমান সময়ে। চায়ের দোকান থেকে পাড়ার ঠেক, সর্বত্রই এখন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা। ঠিক তেমনই আলোচনা চলে নিজেদের মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকা সাগরপাড়ায়। নই এবার শুধু বিএসএফ নয়, চায়ের দোকান থেকে পাড়ার মোড়ে জনসংযোগে নামল পুলিশ প্রশাসনও। সীমান্তে পুলিশকে দেখা গেল অন্য ভূমিকার। এমনতেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে উচ্ছ্বসিত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা। তাই এবার বিএসএফের পাশাপাশি বাড়তি নজরদারি ও সাধারণ মানুষকে বোঝানো শুরু করলেন মুর্শিদাবাদের ডেপুট কমিস্যর পুলিশ। বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় ডেপুটকম এন্ডসিপিও শুভম বাজাজ সাগরপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক মহম্মদ খুরশিদ আলম, পুলিশ সীমান্তের বিভিন্ন মোড়ে এলাকায় ভড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বোঝানো চায়ের দোকান থেকে পাড়ার মোড় সর্বত্রই মানুষজনকে বোঝানো হয় সীমান্তে যে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবেন না বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে। এমনকি সন্দেহজনক মানুষদের দেখলে তৎক্ষণাত সাগরপাড়া থানায় ফোন করে অগত্যা করবেন। সীমান্তে এলাকা দিয়ে বাংলাদেশী প্রবেশ করে। ফলে তাদের ওপরেও নজরদারি করার জন্য এলাকার মানুষের কাছে আবেদন জানান পুলিশ।

বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ মে : ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনার আবহে উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছে সন্দেহজনকভাবে যোরাধুরি করতে দেখা গেল এক বাংলাদেশি নাগরিককে। তৎক্ষণাত তাকে আটক করল ভারতীয় সেনা। তারপর চলে লাগাতার জেরা। ওই জেরাতেই ধৃত ব্যক্তি নিজেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন গোয়েন্দা অফিসার বলে দাবি করেছেন। যার ফলে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে। পেহেলগাঁও হামলার জবাবে ‘অপারেশন সিঁদুর’ দেখেছে পাকিস্তান। একদম হঠাৎ তুলে ফেলা হানা দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি। একের পর এক জঙ্গি নিহত হয়েছে। যার সংখ্যা বহু। তারপর ভারতের উপর পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছে পাক সেনারা। এই আবহে এমন ঘটনা বাধেই উদ্বেগের। এদিকে সূত্রের খবর, এমনএম তরাই এলাকার বাসিন্দারা প্রথমে ওই ব্যক্তিকে দেখতে পান। তারপর ওই ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সেনাবাহিনীকে বিষয়টি জানান। তারপর ব্যাণ্ডড্রবি সেনা ছাউনির ৫ একওডি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। পরে তাকে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম আশরাফুল আলম। এদিন শনিবার পাকিস্তানের তিনটি বিমান ঘাটি উড়িয়ে দিয়েছে ভারত বলে সূত্রের খবর। সেখানে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ভাল। বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানের জঙ্গি ঢুকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

OFFICE OF THE PURULIA-II PANCHAYET SAMITY Vill. Bongabari; P.O: V-Nagar, Dist: Purulia (W.B) Mobile No: 8373068635 E-mail ID: dbccopurulia2@gmail.com
e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II of village Bongabari, Post: V. Nagar, Dist: Purulia, for the various developmental work under Purulia-II PS vide Tender Notice (eNIT) No: WBPUR/EO/P-II/NIT(ে)-1/2025-26. For more details requesting to follow the Office of Public Road, www.wbtenders.gov.in & www.Purulia.gov.in or may contact General Section of the undersigned on office day & time.
Sd/- Executive Officer Purulia-II Panchayet Samity

